

ভূতপূর্ব্ব রাজা আল্‌ফান্‌সো

বিপ্লব পথে স্পেন

—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার



সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীশচীন্দ্র নাথ সাহা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক সরস্বতী
লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

জুন—১৯৩১

চৌদ্দ আনা

স্নেহ যাঁর অফুরন্ত, শাসন যাঁর সীমাহীন, "ধলা-কালা-বেঁটে" তিনটি ক্ষুদ্র শত্রুর জন্য এখনও যাঁর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবধি নাই, আমার সেই পরম-পূজনীয়া মা—

শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবীর

শ্রীচরণে—

১৯৩১ সালের ১৪ই এপ্রিল বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিল। পৃথিবীর স্বৈর-শাসিত দেশের তালিকা হইতে একটি দেশ খসিয়া পড়িল। স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রের সহিত যুঝিয়া একটি দেশ মুক্তি-লাভ করিল! রাজায় প্রজায় যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছিল, আজ তার অবসান হইল। প্রজার মিলিত দাবীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া রাজা নির্ব্বাসনের আয়োজন করিলেন।

সে এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! আল্‌ফান্‌সো রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া কার্টাজেনা যাত্রা করিলেন। অনুচরবর্গের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন; চাহিয়া বলিলেন, "আমি আজ শান্ত মনেই চলিয়া যাইতেছি।"

পাঁচখানা মোটর আসিয়া প্রাসাদ-তোরণে দাঁড়াইল। একখানায় সিভিলগার্ডের একজন সার্জ্জেণ্ট এবং সাতজন সশস্ত্র সৈনিক রাজপ্রাসাদের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আল্‌ফান্‌সো রাণী এনা এবং রাজপরিবারের লোকদের সহিত আলিঙ্গন ও বিদায় সম্ভাষণ করিলেন। আপন কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে পরিচারকবর্গ অভিবাদন করিল, "রাজা অমর হউন।" আল্‌ফান্‌সো বিচলিত না হইয়া লিফ্‌টে উঠিলেন, বলিলেন, "স্পেন অমর হউক।"

দর্শকগণ সাশ্রু নয়নে তাঁকে বিদায় দিল। তিনি তাদের শান্ত ও স্থির থাকিতে উপদেশ দিলেন; শেষবার রাজপ্রাসাদখানি দেখিয়া নিয়া একা একখানি মোটরে গিয়া বসিলেন। মোটর দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল।

প্রভাত চারটা; কার্টিজেনা তখন সুপ্তিমগ্ন। এই সুপ্ত নগরীর মধ্য দিয়া পর পর পাঁচখানি মোটর ছুটিয়া চলিল জাহাজ-ঘাটের দিকে।

বিদায় সম্ভাষণ করিয়া আল্‌ফান্‌সো চঞ্চল পদে "প্রিন্‌সিপ্‌ আল্‌ফান্‌সো" রণতরীর সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। ডেকে আর এক করুণ দৃশ্যের অভিনয়! দুইজন নাবিক-পুরুষ অভিবাদন করিল, "রাজা অমর হউন।" আল্‌ফান্‌সো আপনাকে শক্ত ও সংযত করিয়া লইলেন, নিয়া বলিলেন, "স্পেন অমর হউক।"

এই শেষ! আল্‌ফান্‌সো তাড়াতাড়ি তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় লইলেন। নোঙর উঠিল; দূরে কালো রণতরীখানি বুর্ব্বন-বংশের শেষ প্রতিনিধি নির্ব্বাসিত রাজা আল্‌ফান্‌সোকে নিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল!

বিপ্লব-পথে স্পেন



এক

পূর্ব্ব কথা

স্পেনের ইতিহাস এক করুণ মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি বহিয়া আনে। সীমাহীন দুঃখ, অন্তহীন লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন দূর করিবার জন্য অত্যাচার-ক্লিষ্ট মুক্তিকামী স্পেন চিরদিনই মুক্তির আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু মুক্তির সন্ধান করিতে যাইয়া সে কেবল বারবার আপনার বন্ধনকেই দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাদেশিক দ্বন্দ্ব-কলহ, রাজপুরুষের পারস্পারিক ঈর্ষ্যা, রাজার স্বৈরাচার, প্রজার নির্য্যাতন, ধর্ম্মের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা—স্পেনকে চিরদিনই অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফিনিসিয়ান্, কার্থেজিয়ান্, রোমান্,

ফ্রাঙ্ক্, গথ্, সারাসিন, বার্বার্—কত জাতির বিজয়-পতাকা স্পেনের আকাশে কত যুগ ধরিয়াই না উড়িল, কিন্তু অন্তর্ব্বিরোধ ভুলিয়া অখণ্ড স্পেন কাহারও পতাকাতলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারিল না। চিরদিন সেই একই প্রশ্ন রহিয়া গেল—পিরানিজ্ পাহাড়ের দক্ষিণে সাগর-বেষ্টিত পাঁচশত বর্গমাইল দেশ কি করিয়া একাত্ম হইয়া উঠিবে ?

রোমের যখন গৌরবের দিন তখন স্পেন ছিল রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যেরও পতনের দিন আসিল। রোমান আর এখন সে সরল, সাধারণ জীবন যাপন করে না—স্পেনের অন্তহীন প্রাচুর্য্য তাকে বিলাসী করিয়া তুলিল ; ধনী স্পেনীয় রোমান আমোদ-প্রমোদ ভোগ-বিলাসে মাতিয়া আসন্ন ধ্বংসের আয়োজন করিল। জন-কত লোক ছাড়া স্পেনের লাখ লাখ নর-নারী সকলেই দাস। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটি মূহুর্ত্তের অবসর তাদের ছিল না—একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবার। ধনী আর দাসের মাঝখানে ছিল বণিক ও নাগরিক। তাদের অবস্থাও তেমনি দুর্ব্বিসহ ; ধনীর বিলাস-কলুষ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের খেয়াল-খুসীর প্রয়োজন যোগাইয়া

তারা ধ্বংসের মুখেই পা বাড়াইয়াছে। স্পেনে রোমান আভিজাত্য তখন এমন কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে যে দুয়ারে শত্রুর আসন্ন আক্রমণের সংবাদ পাইয়াও প্রস্তুত হইবার অবসর সে পাইল না। রোমানের সে বীর্য্য, সে বিজিগীষা আর ছিল না; অব্যবহারে অসিতে তার মরিচা ধরিয়াছে।

রোমান শাসন ও সভ্যতার এই অধঃপতনের দিনে আসিল বিজয়ী ভিসিগথ্। সে পনর শ' বছর পূর্ব্বের কথা। ভিসিগথের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল বস্তুর লুণ্ঠনকারী দস্যুদল—এ্যালান, ভ্যান্ডাল, সুয়েভি। এই সব আক্রমণের যে কি ভয়াবহ রূপ—স্পেনের অধিবাসী তা ভালো করিয়াই জানিত। সে দেখিয়াছে তার চোখের সামনে নগর গ্রাম কেমন করিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কেমন করিয়া তার বুক হইতে ছিনিয়া নিয়া গিয়াছে, যারা প্রতিরোধ করিয়াছে তারা কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া সে অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। সে করুণ মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি সে ভুলিতে পারিল না। সে আরও দেখিয়াছে, বর্ব্বর দস্যুদল ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিয়া পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে শুধু দুর্ভিক্ষ মহামারী, ভয়াবহ অরাজকতা! সুতরাং

সে আর ভিসিগথকে প্রতিরোধ করিতে সাহস করিল না।

ভিসিগথ্ অর্দ্ধসভ্য, অশিক্ষিত; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ, সাহসী, ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান। নূতন ধর্ম্ম প্রচারে তাদের অনন্ত উৎসাহ ও সীমাহীন বিজয়-বাসনাকে অধঃপতিত রোমান প্রতিরোধ করিতে পারিল না। ভিসিগথ্ রোমানকে পরাজিত করিয়া স্পেন অধিকার করিল। কিন্তু স্পেনের ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্য তাকেও অধঃপতনের দিকে টানিয়া ধরিল। খৃষ্টান ভিসিগথ্ ধর্ম্মহীন রোমানের দুর্নীতি দূর করিতে পারিল না। প্রচারকগণ আসিয়াছিল খৃষ্টের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-প্রেম প্রচার করিতে, কিন্তু প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তারা দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিল। তখন বণিক ও নাগরিক ধ্বংসমুখী; আভিজাত্য দুর্নীতিপরায়ণ, ভোগ-বিলাস ও আত্ম-কলহে লিপ্ত। স্পেনের যখন এই অবস্থা তখন আফ্রিকার উপকূলে আসিয়া দাড়াইল সারাসিন আরব—ইস্‌লামের সৈনিক, নবীন ধর্ম্মবিশ্বাসে উৎফুল্ল, সরল, অশান্ত, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, শৈশব হইতে যে অসি ধরিতে শিখিয়াছে; এখন বিধর্ম্মী এই দেশটির অন্তহীন ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিবার জন্য সে চঞ্চল হইয়াই উঠিল।

স্পেনের অভিজাতবর্গ তখন এমন স্বার্থপর ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে রোডারিক রাজা উইটিজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁর বিলাস-কলুষের অবসান হইল না; শিক্ষার্থিনী এক অভিজাত কন্যা ফ্লোরিডার রূপ-যৌবনে উন্মাদ হইয়া তার নারী মর্য্যাদার অবমাননা করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিলেন না! ফ্লোরিডার মাতা ছিলেন রাজা উইটিজার কন্যা এবং পিতা কাউণ্ট জুলিয়ান ছিলেন কিউটার শাসন কর্ত্তা। কন্যার এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি গোপনে উত্তর আফ্রিকায় সারাসিন নায়ক মুসাকে স্পেনের প্রাকৃত সৌন্দর্য্য, অতুল সম্পদ, শ্যামল প্রান্তর, মনোহর দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও জলপাই-ক্ষেত্র, সমৃদ্ধ নগর, সুরম্য প্রাসাদ এবং অন্তহীন ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া দিলেন।

স্পেনের এই অন্তর্ব্বিরোধের সুযোগ নিয়া তারিক মুর, সারাসিন সেনানায়ক স্পেন আক্রমণ করিলেন। যে জুলিয়ান এতদিন প্রাণ পণ করিয়া সারাসিন আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তিনি আজ সরিয়া দাঁড়াইলেন। সারাসিনগণ সমগ্র এ্যাণ্ডালুসিয়া অধিকার করিয়া পিরানিজ গিরিশিখর হইতে লুব্ধ দৃষ্টিতে ফ্রান্সের

শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। য়ুরোপের এক ভয়াবহ সমস্যার দিন আসিল—য়ুরোপ খৃষ্টানই রহিবে না মুসলমান হইয়া যাইবে? খৃষ্টানগণ বিচলিত হইয়া উঠিল; ফরাসী-রাজ চার্লস্ টুর্‌সের স্মরণীয় রণক্ষেত্রে মুরদের প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। টুর্‌স্ য়ুরোপের ভাগ্য নিরুপণ করিয়া দিল—পিরানিজ ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের সীমারেখা হইয়া রহিল।

কিন্তু অসিমুখে সারাসিনগণ প্রাণ পণ করিয়া এ্যাণ্ডালুসিয়ায় যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল, আত্মকলহে তারা আবার সেই রাজত্বের অবসান করিতে বসিল। সারাসিন নায়কগণ স্ব স্ব প্রধান—কেহই কাহাকে মানিতে চাহিল না। তাদের এই আত্মঘাতী কলহে যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি তুর্ব্বল হইয়া পড়িল তখন স্পেনে আসিলেন শক্ত এক মানুষ—আবদার রহমন ১ম। ওমায়েদ খালিফের নির্ব্বাসিত বংশধর আসন্ন বিপদের মাঝ দিয়া মরু-গিরি-নদী-সাগর অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন স্পেনে। স্পেন অধিকার করিয়া তিনি বিদ্রোহনায়কের দণ্ডের আয়োজন করিলেন। তাঁর সুদৃঢ় শাসনে স্পেনে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। "রাজা চিরদিন বাঁচিয়া থাকুন" বলিয়া অত্যাচার-নির্য্যাতন-

ক্লিষ্ট স্পেনিয়ার্ডগণ আবদার রহমনকে অভিনন্দিত করিল। আবদার রহমন চিরদিন বাঁচিয়া রহিলে হয়ত স্পেনের সকল রাষ্টীয় কলহেরই অবসান হইত; কিন্তু তিনি ছিলেন মরণশীল—নিষ্ঠুর মরণ যখন তাঁর দৃঢ় হস্ত অপসারিত করিল, তখন রাজশক্তি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

একশত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া যে সব দুর্ব্বল নৃপতিগণ দেশ শাসন করিলেন, তাঁদের অক্ষমতায় দেশে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা আসিল, তাহা হইতে এ্যাণ্ডালুসিয়াকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন আসিলেন "মহান্ খালিফ" আবদার রহমন তৃতীয়। তাঁর সুশাসনে দেশে আবার শান্তি ও প্রাচুর্য্য ফিরিয়া আসিল। আবদার রহমন তৃতীয় যদি অমর হইতেন তবে হয়ত আজও স্পেনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দেখিতে পাইতাম, ধর্ম্মের নামে ইহুদি ও সারাসিনদের নির্য্যাতন ইন্‌কুইজিশন ও কার্লিষ্টদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কথা শুনিতে পাইতাম না। মানুষ মরণশীল; আবদার রহমন তৃতীয়ও মরিলেন। কিন্তু মরিবার পর "মহান্ খালিফ" রাখিয়া গেলেন এমন একজন মানুষ যাঁর শাসনে স্পেন ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতায়, শান্তি ও শৃঙ্খলায়

গৌরবের স্থল হইয়া উঠিল। দুইবার স্পেন রক্ষা করিলেন দুই রাজা, এই তৃতীয়বার রক্ষা করিলেন এক মন্ত্রী অল্‌মান্‌জোর। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী অল্‌মান-জোরও চিরদিন বাঁচিয়া রহিলেন না; তাঁর মৃত্যুর পর আবার দেশে অরাজকতা আসিল। করডভা, সেভিল, মালাগা, এ্যাল্‌জিরিয়া, গ্রানাডা, সারাগোসা, টলেডো, ভেলেনসিয়া, মার্‌সিয়া, অলমেরিয়া—সকল নগর স্ব স্ব প্রধান হইয়া গেল। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়া বার্‌বার্‌গণ যে ভয়াবহ অত্যাচার করিল তাহা বর্ণনাতীত।

এই সময় আসিলেন আফ্রিকা হইতে বার্‌বার্ ইয়াসুফ। তিনি খণ্ড বিচ্ছিন্ন এ্যাণ্ডালুসিয়াকে আবার এক করিলেন, স্পেনিয়ার্ডগণ পুনরায় শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দেখিল। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল, ইয়াসুফের বংশধরগণ স্পেনকে সুখ ও শান্তি দিতে পারিল না। রোমান ও ভিসিগথের যা ঘটিয়াছিল তার হাত হইতে সারাসিন উদ্ধার পাইল বটে, কিন্তু বার্‌বার্‌গণ অব্যাহতি পাইল না। স্পেনে যখন প্রথম সে আসিয়াছিল তখন বার্‌বার্ ভোগ-বিলাস বলিয়া কি বস্তু জানিত না; সে ছিল অসীম সাহসী, শক্তিমান, ধর্ম্মান্ধ, দুর্দ্ধর্ষ

সৈনিক। কিন্তু এ্যাণ্ডালুসিয়ার প্রাচুর্য্যের মধ্যে পড়িয়া সে বিলাস-কলুষে ডুবিয়া রহিল। খৃষ্টান শক্তি তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া তার ধ্বংসের আয়োজন করিতেছিল।

শেষ সংঘর্ষ হইল খৃষ্টান ও সারাসিনে। রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্ব্বল; প্রদেশগুলি আত্ম-কলহে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আরাগণ, লিয়ণ, ক্যাষ্টিল এক অখণ্ড খৃষ্টান ধর্ম্মের নামে রাজদম্পতী ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার পতাকাতলে মিলিত হইয়াছে। দুর্ব্বল বিচ্ছিন্ন সারাসিন এই মিলিত খৃষ্টান শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। খৃষ্টানগণ কেবল সারাসিনকে পরাজিত করিয়াই শান্ত হইল না, ভয়াবহ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়া তারা সারাসিনকে নির্ব্বাসিত করিল।

সারাসিন শাসন স্পেনে নিছক অশুভই হয় নাই। প্রায় আট শ' বছর সারাসিন শাসন স্পেনের উর্ব্বর প্রদেশগুলিকে শিল্প-বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনৈশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। গুয়াডেলকুইভার ও গুয়াডিয়ানার তীরে তীরে বহু সমৃদ্ধ নগর মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল; এখন তাদের অর্থহীন নামগুলিই

কেবল বিগত গৌরবের স্মৃতি বহিয়া আনে। যখন সমগ্র য়ুরোপ তমসায় আচ্ছন্ন তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য স্পেনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। জ্ঞানের যে আলোক-উৎস ছুটিয়াছিল তাহাই আকণ্ঠ পান করিবার জন্য ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও সুদূর ইংলণ্ড হইতে শিক্ষার্থী আসিত সারাসিন স্পেনের নগরে নগরে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান উন্নত; নারী-চিকিৎসকের অভাবও কর্ডভাতে ছিল না। গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, দর্শন, আইন-বিজ্ঞানের আলোচনা একমাত্র স্পেনেই সে যুগে হইত। বৈজ্ঞানিক কৃষি, জল-সেচন, দুর্গ-হর্ম্ম্য-পোত-নির্ম্মাণ, মৃৎ-শিল্প, বয়ন-শিল্প ইত্যাদি তখন সারাসিন স্পেনে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। যা-কিছু একটি দেশকে মহান ও উন্নত করে, যা-কিছু শিক্ষা ও সভ্যতা বিকাশের অনুকূল—মুসলমান স্পেনে তার অভাব ছিল না।

কিন্তু ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। গ্রানাডার পতনের সহিত স্পেনের গৌরব চলিয়া গেল। ইসাবেলা, পঞ্চম চার্ল্‌স্ এবং দ্বিতীয় ফিলিপ্, কলম্বাস্, কোর্টিজ্ এবং পিজারোর সময় হয়তো স্পেনের গৌরব করিবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু

সারাসিন গৌরবের বিলীয়মান আলোক রেখাটুকুই শেষবার যেন জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। তারপর আসিল মৃত্যু-বিভীষিকা নিয়া অত্যাচার, নির্য্যাতন—"ইন্‌কুইজিশনের" শাসন। স্পেন আবার যে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, সে অন্ধকার হইতে আর উঠিতে পারিল না। সারাসিনের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-কলা-সাহিত্য নির্ব্বাসিত হইল, ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ স্পেনিয়ার্ড তার ফিরিবার সকল দুয়ারই রোধ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা স্বেচ্ছাচারী, আভিজাত্য দুর্নীতিপরায়ণ, ধর্ম্ম-প্রাণহীন, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসমুখী। সেনা ও আভি-জাত্যের বিরোধে কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল; প্রদেশগুলি অন্তর্ব্বিরোধ করিয়া সর্ব্বদা অশান্তি সৃষ্টি করিতে লাগিল।

দুই

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

আরাগণের ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত ক্যাষ্টিলের রাজকন্যা ইসাবেলার শুভবিবাহ (১৪৬৯) স্পেনের পক্ষে শুভই হইয়া উঠিল। এই বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই দুইটি প্রদেশ এক হইয়া গেল। তাদের মিলিত শক্তি গ্র্যানেডা অধিকার করিয়া স্পেন হইতে মুরদের নির্ব্বাসিত করিল। ফার্ডিন্যাণ্ড পরে সীমান্ত প্রদেশ ন্যাভারী অধিকার করিয়া স্পেনে এক অখণ্ড খৃষ্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁর এই নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি তাঁর প্রথমা কন্যা পর্ত্তুগাল-রাজের সহিত, দ্বিতীয়া কন্যা জোয়ানাকে সম্রাট ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের একমাত্র পুত্র ফিলিপের সহিত এবং তৃতীয়া কন্যা ক্যাথারিণকে ইংলণ্ডের যুবরাজের সহিত বিবাহ দিলেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধই বিদেশী রাজসভায় স্পেনের মর্য্যাদা অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিল। ইটালীতে ফ্রান্স ও স্পেনে যে প্রতিদ্বন্দ্ব হয় তার ফলে স্পেন নেপ্‌ল্‌ অধিকার করিল।

ফার্ডিন্যাণ্ড ছিলেন স্বৈরচারী রাজা। তাঁর কঠোর শাসনে অভিজাতবর্গকে শক্তিহীন করিয়া তোলা হইল। তাঁর স্বেচ্ছাশাসনের প্রধান অস্ত্র ছিল "ইন্‌কুইজিশন" বা পোপের আদেশে প্রতিষ্ঠিত অধর্ম্মী, নাস্তিকদের বিচারের জন্য এক অদ্ভুত বিচারালয়। কিন্তু নাস্তিকদের দমন করিবার জন্য যে "বিচারালয়" প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাই হইয়া উঠিল স্পেন হইতে সকল রকম উদার মতবাদকে বিসর্জ্জন করিবার শক্তিমান্ যন্ত্র। ইন্‌কুইজিশনের অত্যাচারে ইহুদি ও মুরগণ নির্ব্বাসিত হইল। পরিশ্রমী, সভ্য, শিল্পনিপুণ এই দুইটি সম্প্রদায় স্পেন হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প সকল বিষয়েই স্পেনের অধঃপতন আসিল।

ফার্ডিন্যাণ্ডের একমাত্র পুত্র জন ম্যাক্‌স্‌মিলিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের কিছু দিন পরেই জনের মৃত্যু হইলে তাঁর স্ত্রী এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ১৫২১ সালে ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র, জোয়ানার পুত্র চার্লস্ উত্তরাধিকার সূত্রে স্পেন, নেপল্‌স্ এবং এ্যামেরিকার উপনিবেশের অধিকারী হইলেন। চার্লসের পিতার মৃত্যুতে তিনি

নিদারল্যাণ্ডের অধিকার পাইলেন এবং তাঁর পিতামহ ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের মৃত্যুতে অষ্ট্রিয়া ও তার অধীন দেশগুলির ভার তারই উপরে পড়িল; শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি ছিলেন হ্যাবস্‌বার্গ রাজবংশের প্রতিনিধি, সুতরাং চার্ল্সের নেতৃত্বে হ্যাবস্‌বার্গবংশ য়ুরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যই চার্লসকে শক্তিহীন করিয়া তুলিল; স্পেনের রাজা বলিয়া তাঁহাকে স্পেনীয় বাণিজ্য রক্ষার জন্য মুর-জল-দস্যুদের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত; অষ্ট্রিয়ার অধীশ্বর ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের রক্ষক-রূপে তুর্কীকে প্রতিরোধ করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। সম্রাটরূপে ইটালীতে পোপ ও ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্ব তাঁর লাগিয়াই ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য ফ্রান্সের সহিত তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়াই পড়িল। চার্লসের রাজত্বকালে স্পেনের দুর্দ্দশার আর অবধি রহিল না। চার্ল্স্‌ সম্রাট্‌ নির্ব্বাচিত হওয়ায় স্পেনের এই দুর্ভাগ্যের কারণ। সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য অকাতরে স্পেনের ধনবল, জনবল ব্যবহৃত হইল, কিন্তু স্পেনের দিক দিয়া

তার কোন মূল্যই ছিল না। তা' ছাড়া চার্লস্ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী; তিনি লোকের মন হইতে সকল রকম স্বাধীনতার বাসনাকে দৃঢ় হস্তে মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্যাষ্টিল বিদ্রোহ করিল, কিন্তু চার্লস্ সে বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্যাষ্টিলানদের সকল রকম স্বাধীনতাই অপহরণ করিলেন। ক্যাষ্টি-লান শাসন পরিষদ বা কোর্টিস্ শক্তিহীন করিয়া অধর্ম্মী নাস্তিক দলনের নামে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য ইন্‌কুইজিশন ব্যবহার করিলেন। লোকের এই স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করিয়া চার্লস্ স্পেনকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিলেন।

য়ুরোপে তখন রোমান ক্যাথালিক চার্চ্চ্ তথা পোপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে Prostestant গণ প্রবল আন্দোলন চালাইতেছিল; চার্ল্‌স্ আশঙ্কা করিলেন, পোপের শাসন উচ্ছেদ করিতে পারিলে লোকে আর রাজার শাসন মানিতে চাহিবে না। ক্যাথলিক ধর্ম্মে যে দুর্নীতি রহিয়াছে তার সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও তিনি রাজনৈতিক কারণে এই সংস্কার আন্দোলন বা Reformation দমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু চারি-দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাঁর সকল সঙ্কল্পই বিপর্য্যস্ত

হইয়া পড়িল। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে অবশেষে (১৫৫৬) সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। তাঁর ভ্রাতা ফার্ডিন্যাণ্ড সম্রাট নির্ব্বাচিত হইয়া জার্ম্মান দেশগুলির অধিকার পাইলেন এবং তাঁর পুত্র ফিলিপ স্পেন, নেপল্‌স্‌, মিলান, নিদারল্যাণ্ড ও আমেরিকার উপনিবেশের অধীশ্বর হইলেন।

ফিলিপ ছিলেন স্পেনের রাজা এবং ইংলণ্ডের রাণী মেরীর স্বামী; সুতরাং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ফ্রান্সের সহিত যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের সহযোগ পাইলেন। ফ্রান্স পরাজিত হইয়া ইটালীর উপর সকল দাবীই ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ফিলিপ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রচণ্ড ভক্ত ও রক্ষক, যে কোন উপায়েই হউক প্রোটেষ্টাণ্টদের ধ্বংস করিতে তিনি প্রস্তুত। সুতরাং ফরাসী প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের দমন করিবার জন্য তিনি অনর্থক পুনরায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

নিদারল্যাণ্ডে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ফিলিপের সহ্য হইল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন, অধিবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া, রাষ্ট্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া,দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে এক অখণ্ড

স্পেনীয় শাসনে আনিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের দিক দিয়া একাত্ম না হইলে রাষ্ট্রের দিক দিয়া একাত্ম হইতে পারে না মনে করিয়া তিনি প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই অত্যাচারে দেশে অসন্তোষ দেখা দিল এবং এই অসন্তোষই ভীষণ বিদ্রোহে পরিণত হইল। ইংলণ্ডের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট রাণী এলিজাবেথ্ বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া ফিলিপ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াই যেন ইংলণ্ড বিজয়ের জন্য বিখ্যাত "আর্মেডা" রণতরী সজ্জিত করিলেন। কিন্তু ফিলিপের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে রণতরী ধ্বংস হইয়া গেল। আর্মেডা ধ্বংসের ফলে শুধু প্রোটেষ্ট্যাণ্ট আন্দোলনই রক্ষা পাইল না, রোমান ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়াও প্রতিহত হইল। ফিলিপ বিপর্য্যস্ত হইয়া আর নিদারল্যাণ্ডে তেমন উৎসাহের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেন না। নিদারল্যাণ্ডে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তার অবসান হইল তৃতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে "ডাচ্ প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠায়।

কিন্তু ফিলিপ তুর্কীর আক্রমন ও মুসলমান জল-দস্যুদের উপদ্রব প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই

পরাজয়ের পর মুসলমান সামুদ্রিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু ফিলিপের সবচেয়ে বড় গৌরব পর্ত্তুগাল বিজয়। এই দেশটি অধিকার করিয়া তিনি সমগ্র উপদ্বীপটিকে এক অখণ্ড স্পেনীয় শাসনের অধীনে আনিয়াছিলেন।

ফিলিপ ছিলেন নিষ্ঠুর, সঙ্কীর্ণমনা, সন্দেহবাদী, ধর্ম্মান্ধ, উদ্ধত। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতটুকু সমালোচনা শুনিবার মত ধৈর্য্য তাঁর ছিল না; কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না; তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, রাজ্যের সকল কাজ নিজের চোখে দেখিতেন, নিজের হাতে করিতেন। যে কোন উদার মতবাদকে বিদ্রোহের প্ররোচনা বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রজাদের সকল রকম বৈধ অধিকারের লোপ হইয়া গেল। অর্থ সংগ্রহ ও রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য তিনি "ইন্‌কুইজিশনের" ব্যবহার করিলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছাচার শাসনের ফলে সকল দিক দিয়া স্পেনের অবনতি আসিল। তাঁর ধর্ম্মের অসহিষ্ণুতায় নিদারল্যাণ্ড বিদ্রোহ করিল। ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ করিতে যাইয়া স্পেনের সামুদ্রিক শক্তির চির অবসান করিলেন। "ইন্‌কুই

জিশন” স্বাধীন চিন্তার অধিকার কাড়িয়া লওয়ায় স্পেন য়ুরোপের মধ্যে সব চেয়ে অশিক্ষিত অনুন্নত একটি দেশে পরিণত হইল। মুরদের নির্ব্বাসনের ফলে দেশ হইতে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প নির্ব্বাসিত হইল। স্বৈরচার ও ইন্‌কুইজিশন্ স্পেনের জাতীয় জীবনকে ধ্বংস করিয়া দিল।

দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র তৃতীয় ফিলিপ এই ধ্বংসোন্মুখী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। স্ত্রীলোক ও ধর্ম্মযাজকের প্রভাবে তাঁর শিক্ষার দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং পিতার সে কার্য্য-ক্ষমতা তাঁর ছিল না, রাজ্যের সমস্ত ভার অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি ধর্ম্ম-কার্য্য অর্থাৎ মুর এবং ইহুদিদের নির্য্যাতনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁর পুত্র চতুর্থ ফিলিপের কুশাসনে ক্যাটালোনিয়া ও নেপ্‌ল্‌সে বিদ্রোহ দেখা দিল, পর্ত্তুগাল স্বাধীন হইয়া গেল। তাঁর মৃত্যু হইলে তাঁর চার বৎসরের পুত্র দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ রাজা হইলেন।

চার্ল্‌স্ ছিলেন চিররুগ্ন, নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুকালে স্পেন-সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন (১) ফরাসী-যুবরাজ—চার্ল্‌সের জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরিয়া

থেরেসার পুত্র; (২) ব্যাভেরিয়ার জোসেফ্ ফার্ডিন্যাণ্ড্—চার্ল্‌সের কনিষ্ঠা ভগিনী মার্গারেট্ থেরেসার পৌত্র; (৩) সম্রাট লিয়পোল্‌ড্ অথবা তার পুত্র আর্ক-ডিউক চার্ল্‌স্—চার্ল্‌সের পিসী মেরিয়ার পুত্র লিয়পোলড্।

স্পেন সিংহাসনের উত্তরাধিকার কেবল স্পেনেরই একটি জাতীয় সমস্যা নয়, য়ুরোপীয় শক্তিগণ দেখিল, যে কোন প্রতিদ্বন্দী এই অখণ্ড সম্রাজ্যের উত্তরাধিকার পাইবে, তারই নেতৃত্বে য়ুরোপে পুনরায় পঞ্চম চার্ল্‌সের সাম্রাজ্যের ন্যায় এক বিশাল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই সাম্রাজ্যটিকে চার্ল্‌সের মতামত উপেক্ষা করিয়াই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল। চার্ল্‌স্ তখন পীড়িত; তাঁকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁর সাম্রাজ্যের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; তাই তিনি তাঁর মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্য ফরাসী যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র ফিলিপকে লিখিয়া দিলেন।

ফরাসী-রাজ চতুর্দ্দশ লুই চার্ল্‌সের উইল সমর্থন করিয়া ঘোষনা করিলেন, ফিলিপ ফরাসী সিংহাসনের

দাবী ছাড়িয়া দেন নাই। ফ্রান্স ও স্পেন এক হইয়া গেলে সেই মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ করিবার মত কোন শক্তিই আর য়ুরোপে রহিবে না। লুই যখন সত্যই পৌত্রের নামে স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন অবিলম্বে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী তাঁকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ইউট্রেচ্‌ট্‌ সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে স্থির হইল লুইএর পৌত্র ফিলিপ (৫ম) স্পেনের রাজা হইবেন ; স্পেন ও ফ্রান্স কখনই মিলিত হইতে পারিবে না ; মিলান, নেপল্‌স্‌, নিদারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার অংশে পড়িবে। হ্যাবস্‌বার্গ বংশের পর স্পেন সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র হইয়া গেল। ফিলিপ এই প্রথম স্পেনে বুর্ব্বন বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু বুর্ব্বন বংশের রাজাগণ ফরাসী আদর্শে দেশে স্বেচ্ছাচারী এবং বিদেশে ফান্সের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিল। দুর্ব্বল অথচ খেয়ালী রাজাদের কুশাসনে দেশে ও বিদেশে সকল দিক দিয়া স্পেনিয়ার্ডগণ নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।

তিন

গণতন্ত্রের আরম্ভ ও আশঙ্কা

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সিংহাসন নিয়া পিতা-পুত্রে বিরোধ দেখা দিল। এই সুযোগে নেপোলিয়ান উভয়কে অপসারিত করিয়া তাঁর ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইলেন। নেপোলিয়নের এই অন্যায় আচরণে স্পেনিয়ার্ডগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। একজন বিদেশী আসিয়া স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে স্পেনিয়ার্ডগণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তারা খণ্ড যুদ্ধে ফরাসী সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শেষে পরাজিত হইয়া যোসেফ পালাইলেন। দেশ উদ্ধার হইল, কিন্তু তাঁদের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড্ তখনও ফ্রান্সে বন্দী।

আধুনিক গণতন্ত্র এবং জাতীয়তা জন্মগ্রহণ করিল ফরাসী বিপ্লবে। নেপোলিয়ান প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিন্তাধারায় যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল তাহা আজও তেমনি অটুট রহিয়া গেল! স্পেনিয়ার্ডগণ বিপ্লবের উদার মতবাদগুলি আকণ্ঠ পান করিয়াছিল। তাই তারা ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ফরাসী শাসনবিধির অনুরূপ ১৮১২ খৃঃব্দের বিখ্যাত স্পেনীয় শাসন-বিধি রচনা করিল। প্রজার সার্ব্বভৌমিকত্ব (Sovereignty) স্বীকার করিয়া রাজার হাতে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রজার প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত কোর্টিসে রহিল দেশের সকল রকম বিধি-বিধান রচনা করিবার অধিকার। কোর্টিস হইল গবর্ণমেন্টের কেন্দ্রীয় সভা; রাজা কোর্টিসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে পারিবেন না। এই শাসন-বিধি পুরাতন সকল রকম অভিজাত অধিকারের বিলোপ করিয়া ঘোষনা করিল—আইনের সামনে সকলে সমান, সকলেই স্বাধীন।

নেপোলিয়ানের পতনের পর মুক্তি পাইয়া ফার্ডিন্যাণ্ড স্বদেশে ফিরিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, সন্দেহবাদী, প্রতারক, অবিবেচক এবং অশিক্ষিত।

সুতরাং এই উদার গণতান্ত্রিক শাসন-বিধির মর্য্যাদা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যে শাসন-বিধি তাঁর রাজ-শক্তিকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে তাঁর উদ্ধত মন কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিল না। তা ছাড়া এই শাসন-বিধির রক্ষক ছিলেন মাত্র জনকতক শিক্ষিত স্পেনিয়ার্ড। অভিজাতবর্গ, ধর্ম্ম-যাজক এবং সেনা-নায়কগণ ছিল তার বিরুদ্ধে। সুতরাং তাদের সমর্থন পাইয়া রাজা রাজধানীতে পৌছিয়াই এই শাসন-বিধি "নাকোচ" করিয়া দিলেন। উদার রাজনীতিকগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার চলিল। "ইন্‌কুইজিশন" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্মান্ধ জেস্যুইটগণ ধর্ম্মের নামে বিভীষিকার সৃষ্টি করিল।

গবর্ণমেণ্ট অযোগ্য, দেশ দরিদ্র, লোক অশিক্ষিত, শিল্প-বাণিজ্য জনকতক লোকের "এক চেটিয়া" অধিকার। ফার্ডিন্যাণ্ড দেশের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। তা ছাড়া কুশাসনে স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করিয়া স্পেন-সাম্রাজ্যের অবসানের আয়োজন করিল। মেক্‌সিকো হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ দক্ষিণ এ্যামেরিকা বিদ্রোহী। বিদ্রোহ দমন করিবার শক্তি রাজার ছিল না। সেনা-বিভাগে অসন্তোষ দেখা দিল।

১৮১৪ হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া তুর্ব্যবহারে সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিল। শেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কর্নেল রীগো বিদ্রোহ করিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল বটে, কিন্তু শাসন-বিধির জন্য দক্ষিণ স্পেনের অধিবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সারাগোসা ও বার্সিলোনায় এই শাসন-বিধি ঘোষনা করিবার পরই মাদ্রিদে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজা যখন রাজধানীতে বসিয়াও আপন সেনার উপর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না তখন প্রজার দাবীতে সম্মতি দিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ঘোষনা করিলেন, যে এই শাসন-বিধি সমর্থন করিবে না, তিনি তাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন।

কিন্তু রাজকুলেষু বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একদল ফরাসী সেনার সহযোগে তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা পুনরায় অধিকার করিলেন। বিদ্রোহ দমনের নামে তিনি উদারনৈতিক নেতাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার, অবিচার, নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন তাহাতে বাধ্য হইয়া তাঁর সাহায্যকারী ফ্রান্স

প্রতিবাদ করিল। কিন্তু রাজরোষ শান্ত হইল না। উদারনৈতিক মতবাদের কেন্দ্র মনে করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দিলেন। ফার্ডিন্যাণ্ডের স্বেচ্ছাচার ও কুশাসনের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ এ্যামেরিকায় স্পেন-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল।

কার্ডিন্যাণ্ডের একমাত্র সন্তান ছিল এক শিশু কন্যা। স্যালিক আইন অনুসারে কন্যা ইসাবেলা উত্তরাধিকারিনী হইতে পারে না। ফার্ডিন্যাণ্ড সম্রাট চার্ল্‌সের দৃষ্টান্ত অনুসারে এক আইন করিয়া ইসা-বেলাকে স্পেনের রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু রাজার ভ্রাতা ডন কার্লোস্‌ ছিলেন আইনতঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সুতরাং ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনের দাবী করিলেন।

ইসাবেলার মাতা ক্রিশ্চিয়ানা কন্যার নামে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক। কিন্তু কার্লিষ্টদের ভয়ে তিনি উদার নৈতিকদের সাহায্যের বিনিময়ে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এক রাজকীয় ঘোষনায় এক শাসনতন্ত্র প্রজাদের দান করিলেন। এই আইন অনুসারে এক পার্লামেণ্ট রচিত হইল—দুই সভায় বিভক্ত—অভিজাত সভা ও প্রতিনিধি

সভা। যাদের সম্পত্তি রহিয়াছে তারাই প্রতিনিধি সভা তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত করিবে। দুইটি সভাই ভোট দিতে পারিবে। কিন্তু আইন প্রস্তাব করিবার অধিকার রহিল গবর্ণমেণ্টের হাতে। মন্ত্রীগণ পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী চলিবে না; তারা রাজার নিকট তাদের সকল কার্য্যের জন্যই দায়ী। যদিও ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-বিধির রাজানুগ্রহ, তবু গণতান্ত্রিক শাসন-বিধির আরম্ভ ইহাকেই বলা চলে। উদার-নৈতিকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কিন্তু এই শাসন-বিধি দেশকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ দিল।

এই শাসন-বিধি ভালো চলিল না। উদার-নৈতিক-গণ "নরম" ও "গরম" দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। "নরম" দল রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া পার্লামেণ্টের উপর রাজার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু "গরম" দল ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিধির দাবী করিয়া রাজাকে পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল করিতে চাহিলেন। এই সময় কার্লিষ্ট ষড়যন্ত্র ভীষণ আকার ধারণ করিলে কৃশ্চিয়ানা বাধ্য হইয়াই আরও রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রজাদের ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে

এক বিশেষ "শাসন-বিধি-নির্ম্মান-সভার" দ্বারা যে শাসন-বিধি রচিত হইল তাহাতে পার্লামেণ্ট বা কোর্টিস সিনেট ও কংগ্রেস দুই সভায় বিভক্ত হইল। সিনেটের সদস্য রাজা নির্ব্বাচন করিবেন, তারা আজীবন সভ্য। কংগ্রেসের সভ্য ভোটে নির্ব্বাচিত হইবে তিন বৎসরের জন্য।

১৮৪০ সালে কার্লিষ্ট বিদ্রোহ শান্ত হইল। ১৮৪৩ সালে ইসাবেলা আপন হাতে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী রাণী ইসাবেলা এই শাসন-বিধি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুরক্তগণের পরামর্শ অনুসারে আপন খেয়াল খুসী মত দেশ শাসন করিতে চাহিলেন। স্বেচ্ছাচার, ধর্ম্মের নামে নির্য্যাতন, গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতি, শক্তির অপব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি রাণীর নির্লজ্জ ব্যাভিচারে চারিদিকে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৬৫ সালে জেনারেল প্রিম বিদ্রোহ করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ দমন হইলে প্রিম দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। পরপর দুই বৎসর বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু ১৮৬৮ সালের বিদ্রোহ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণী ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন।

মার্শাল সেরানো ও জেনারেল প্রিমের নেতৃত্বে সাময়িক (Provisional) গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যে শাসনবিধি রচিত হইল, তাহা রাজতন্ত্রবিরোধী হইল না বটে, কিন্তু তাহা পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত রাজা মিলিল না। ইসাবেলা তাঁর পুত্র আল্‌ফান্‌সোর নামে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু স্পেনিয়ার্ডগণ পুনরায় বুর্ব্বন বংশ স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিল না। অনেক অনুসন্ধানের পর স্যাভয়ের এ্যামডিও রাজা হইলেন, কিন্তু এ্যামাডিওর বিরুদ্ধে দল ছিল বহু। প্রজাতান্ত্রিকগণ রাজতন্ত্র সমর্থন করিত না ; কার্লিষ্টগণ তখনও তাদের দাবী ছাড়ে নাই ; যারা আল্‌ফান্‌সোকে সমর্থন করিত তাঁরা এ্যামাডিওর প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সর্ব্বোপরি এ্যামাডিও ছিলেন বিদেশী। সুতরাং দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল।

কোর্টিসে বহু প্রজাতান্ত্রিক সভ্য ছিলেন। তারা বলিলেন, ইসাবেলার স্বৈরচার রাজতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে ; এ্যামাডিওর বৈধ রাজতন্ত্রও ব্যর্থ হইয়া গেল ; এখন একমাত্র উপায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

১৮৭৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হইল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট শক্তিহীন; রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ও কার্লিষ্ট্ নেতাগণ পরস্পর বিরোধী। এই রাষ্ট্রিয় সমস্থার দিনে প্রদেশগুলি স্বাধীন হইবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। প্রায় কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রই স্পেনের এই প্রজাতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইল না। অন্তরে বাহিরে এই অন্তহীন দুর্দ্দশার অবসান করিবার জন্য সেনাদল মার্শাল সেরানোর নেতৃত্বে ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বরে বুর্ব্বন আল্‌কান্‌সোর হাতে পুনরায় স্পেনের ভাগ্য তুলিয়া দিল!

দ্বাদশ আল্‌ফান্‌সো দশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে শাসন-বিধি রচিত হইল তাহাতে মন্ত্রি-মণ্ডল পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। পার্লামেণ্ট দুইটি সভায় বিভক্ত, যাদের সম্পত্তি আছে তারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। সিনেটের সভ্য ছিল তিন শ্রেণীর —(১) রাজবংশের লোক, ধনী অভিজাত বর্গের প্রতিনিধি, সেনানায়ক, আর্কবিশপ, রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আজীবন সভ্য; (২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক

সভা, বিশ্ববিত্থালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ; (৩) ধনী নাগরিকদের প্রতিনিধি। শাসন ক্ষমতা রাজার ; কিন্তু বিধি বিধান রচনা করিবে "কোর্টিস এবং রাজা"। দুই সভায় পাশ না হইলে কোন প্রস্তাবই আইনে পরিণত হইতে পারিবে না। মন্ত্রিগণ কোর্টিসের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। এই শাসন-বিধি·এ পর্য্যন্ত য়ুরোপের আদর্শ শাসন-বিধি বলিয়াই পরিচিত ছিল।

দ্বাদশ আল্ফান্সো ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কয় মাস পর তাঁর পুত্র ত্রয়োদশ আল্ফান্সোর জন্ম হয়। মাতা মেরিয়া কৃশ্চিয়ানা ১৬ বৎসর ধরিয়া শিশু পুত্রের নামে স্পেনে রাজত্ব করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আলফান্সো আপন হাতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

আল্ফান্সো ছিলেন উচ্চাভিলাষী দুঃসাহসী। জীবনের প্রতি পদে তিনি নানা বিপদের মাঝে বিচরণ করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে তাঁর বিবাহ উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে অতর্কিত এক বোমা পড়িয়া উৎসব পণ্ড করিয়া দিল। বৈধ শাসনে রাজশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া আল্ফান্সো নানা

উপায়ে ১৮৭৬ সালের শাসন-বিধি ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন,—তাঁর স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত বুর্ব্বন মন বিধি-বিধানের সীমারেখার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে শাসন-বিধি ধ্বংস করিয়া বুর্ব্বন-বংশের অবসান দেখিবার সাহস তাঁর ছিল না। বিখ্যাত উপন্যাসিক ইবানেজ তাঁর "আল্‌ফান্‌সো ত্রয়োদশের নগ্নমূর্ত্তি" নামক গ্রন্থে রাজার স্বেচ্ছাচারী মনের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত উপদ্বীপটা অর্থাৎ পর্ত্তুগাল ও আফ্রিকার উপকূল অধিকার করিয়া এক অখণ্ড স্পেন সাম্রাজ্য স্থাপনের দুঃস্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। কিন্তু দেশ যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই রহিয়া গেল। ধর্ম্মের ব্যভিচার দূর করিতে কোন চেষ্টাই তিনি করিলেন না। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য কোন বিষয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। প্রায় দুই কোটি লোকের মধ্যে দেড় কোটি লোক অশিক্ষিত রহিয়া গেল বিংশ শতকে য়ুরোপের একটি রাষ্ট্রে!

কুশাসনে দেশে অশান্তি ও অসন্তোষ দেখা দিল। অসন্তোষের এই আগুন দেখিতে দেখিতে উপনিবেশেও প্রসার লাভ করিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোতে

বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ফ্রান্স ফেজে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছিল, সুতরাং স্পেনও তোড়জোরে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল; জনমতকে উপেক্ষা করিয়া মরক্কোতে সৈন্য পাঠান হইল। মৌরা মন্ত্রিমণ্ডলের এই সমরনীতি নিয়া দেশে ভয়ানক উত্তেজনা পড়িয়া গেল। বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে লোকে সভা সমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টের এই নীতির প্রতিবাদ করিল। তাদের এই সব প্রতিবাদ যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন রণতরীতে এক ভীষণ প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রবল ধর্ম্মঘটের আয়োজনে বিলরাও, ক্যাটালোনিয়া ও ভেলেন্‌সিয়াতে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়াইল; কুলেরাতে ধর্ম্মঘটী জনতায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিষ্পেষিত হইলেন। সামরিক আইন ঘোষণা করিয়া বার্সিলোনায় বিদ্রোহ দমন করা হইল। গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্র প্রচার বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহ আলোচনার কেন্দ্র বলিয়া ১৫০টি বিদ্যালয় বন্ধ রহিল। "মডার্ণ স্কুলের" নেতা গুলির আঘাতে হত হইলে দেশে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, তাহার ফলে মৌরা মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান হইল। কিন্তু কোন উপযুক্ত নেতা আসিয়া এ সমস্যা হইতে স্পেনকে উদ্ধার করিতে পারিল না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মযাজক, সেনাবিভাগ, আমলাতন্ত্র এবং “অলস” ধনী অভিজাতবর্গ জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ১৯০৭ সালের কার্টাজেনা চুক্তি ১৯১৩ সালে পয়ঁকারে (ফ্রান্স) এবং কাউন্ট রোমানোনেসের মধ্যে কথাবার্ত্তায় পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তির সর্ত্ত ছিল—ভূমধ্যসাগরে অথবা আটলান্টিক মহাসাগরের য়ুরোপিয়ান এবং আফ্রিকান উপকূলে “যদি এমন অবস্থা ঘটিয়া যায় যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবার সম্ভবনা জাগে” তাহা হইলে তিন শক্তি স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই অবস্থা সম্বন্ধে একে অপরকে জানাইবে। শ্রমিক, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বণিকগণ এই চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্পেন এই মর্য্যাদা রাখিতে পারিল না।

য়ুরোপিয়ান শক্তিগণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় স্পেনীয় জাহাজ ব্যবসায়ীগণ খুব লাভবান হয়। কিন্তু জার্ম্মাণ টর্পেডোর অত্যাচারে তারা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। “ইসিডোরো” নামে একখানা জাহাজ জার্ম্মাণ সাব-মেরিণে ডুবাইয়া দিল। “পেনা ক্যাষ্টিলো” নামে আর একখানা জাহাজ কি করিয়া

যে ধ্বংস হইল জানা গেল না। ১৯১৬, সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ টর্পেডোতে ৩০,০০০ টন জাহাজ স্পেনের ক্ষতি হইল এবং ৫০,০০০ টন যে কি করিয়া ধ্বংস হইল জানা গেল না। স্পেন প্রকাশ্যে কোন পক্ষেই যোগ দিল না বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীকে প্রশ্রয় দিয়া তাকে কেবল সাহায্যই করিল না, ফলে স্পেনিস বণিকদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিল। ১৯১৭, ২৯ জুন এক-খানা জার্ম্মাণ সাবমেরিণ "U c ৫২" মেরামতের জন্য ক্যাডিজে আসে। গবর্ণমেণ্ট ২৪ ঘণ্টার অনুমতি দিল। শেষে এক রাজ-আদেশে স্পেনের উপকূলে জার্ম্মাণ সাবমেরিণের গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তার পরের ঘটনাই হইল—"U ৫৩" জার্ম্মাণ সাবমেরিণ গবর্ণমেণ্টের "সতর্ক দৃষ্টি" এড়াইয়া ক্যাডিজ হইতে পালাইয়া যায়। জার্ম্মাণ টর্পেডোর অত্যাচার সমান ভাবে চলিতে লাগিল। বণিকদের আন্দোলনে শেষে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণীকে জানাইল। জার্ম্মাণী উত্তর দিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তাহারা ক্ষতিপূরণ করিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়াবহ উদাসীনতায় স্পেনের বণিকগণ সবশুদ্ধ ১৪০,০০০ টনের ৬৫খানি জাহাজ হারাইল।

স্পেনিয়ার্ডগণ শুনিয়াছিল, "মিত্র শক্তি" যুদ্ধ করিতেছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য। তাই তারা মিত্র শক্তির সাফল্যের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন তাদের সন্দেহ হইল স্বেচ্ছাচারী স্বৈর-শাসন তাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া গোপনে জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তখন আর তাদের ক্ষোভের অবধি রহিল না। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু যুদ্ধ না করিয়াও স্পেনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক নেতাগণ দেশের স্বার্থ ভুলিয়া পরস্পর বিরোধে আত্মনিয়োগ করিল। তাদের এই অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া রাজা আল্‌ফান্‌সো শাসনবিধির অমর্য্যাদা করিবার সুবিধা পাইলেন। তাঁর এই স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি কাহারও ছিল না। তিনি আপন খেয়ালে দেশটির ভাগ্য নিয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু কুশাসনে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও বিদ্রোহভাব দেখা দিল।



জেনারেল প্রাইমো-ডি-রিভেরা

চার

—১৯২৩—

স্পেনের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় অবস্থা তখন অতিশয় ভয়াবহ; রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলায় দেশ তখন মুহ্যমান। দেশের রাজনীতিকগণ তখন আপন স্বার্থের খেয়ালে অখণ্ড দেশটির ভাগ্য নিয়া নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুই মাসের অধিক মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইতে পারে না। নেতাগণ দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত। তাঁরা সকল রকম উচ্চ চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়াছে; দূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখিবার শক্তি ও অবসর তাঁদের ছিল না। আজিকার লাভটি ঠিক ঠিক ঘরে আসিল কিনা, কালিকার সম্ভবনাটি সফল হইবার পথে কতদূর আগাইয়া গেল, ইহার অধিক তাঁরা আর

কল্পনা করিতে পারিত না। এমনি করিয়া আপনার স্বার্থের কড়ি গণিতে গিয়া তাঁরা ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের স্বার্থের গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিল।

রাজতন্ত্রবিরোধী দল সন্দেহ করিল, রাজা কৌশলে রাজ-নীতিক দলগুলিকে পরস্পর-বিরোধী করিয়া রাখিয়াছেন। পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে দলগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়িলে তাঁহারা মিলিত হইয়া রাজার স্বেচ্ছাচারে বাধা দিতে পারিবে না। পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সাহস তাঁহার ছিল না, তাই দুর্ব্বল, বিচ্ছিন্ন পার্লামেণ্টের নামে তিনি আপন খেয়াল অনুসারে দেশটিকে শাসন করিতে চাহিলেন। ক্যাটালোনিয়া স্পেনের এই স্বেচ্ছাচার দায়িত্বহীন রাজতন্ত্র হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা বহুদিন ধরিয়া করিতেছিল। তাই রাজতন্ত্রের বিলোপ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে গোপনে বিপ্লব আন্দোলন চলিতে লাগিল। যারা বৈধশাসনের পক্ষপাতী ছিল তারাও রাজতন্ত্রের এই স্বেচ্ছাচারে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সোসিয়ালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টগণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে বিপ্লব আয়োজন করিল। বার্সিলোনায় কম্যুনিষ্ট শ্রমিকদল আপন হাতে আইন-কানুন

তুলিয়া লইল। সেখানে ধর্ম্মঘটের আয়োজন হইল যেমন বিপুল, তার ফলও হইল তেমনি ভয়াবহ। ছয় মাসে তিন শত লোক এই "মুক্তি-যজ্ঞে" প্রাণ আহুতি দিল!

উত্তরে বাস্‌ক্ দেশে বণিকগণ দেখিল, গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দুরতিক্রম্য অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের উপর তাদের আর আক্রোশের অবধি রহিল না।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কেবল দুর্ম্মূল্যই ছিল না, তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াই উঠিল। অর্থের বিনিময়ে অন্নের সংস্থান তখন অসম্ভব না হইয়া উঠিলেও খুব সহজ-সাধ্য ছিল না। উচ্চ মূল্যের দাবী গণিবার শক্তিও বা যাদের ছিল, তাদেরও সামান্য "দাল-রুটির" জন্য সারি বাঁধিয়া পাত্র হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত!

স্বদেশ হইতে বিদেশে স্পেনের অবস্থা আরও ভয়াবহ। স্পেনের সামরিক শক্তি ও সামরিক ব্যবস্থার সে এক দুরপনেয় কলঙ্ক। নামে মাত্র স্পেন বিদ্রোহী রীফদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ হইতেছিল স্পেনের "সিবিল ও মিলিটারীদের" মধ্যে!

সামরিক নেতাগণ পরাজয়ের বোঝা ও অপমানের গ্লানি সিবিলিয়ানদের মাথায় চাপিয়া দেওয়াই যেন তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিল। সিবিল আর মিলিটারীর দ্বন্দ্ব-কলহে অপচয় অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। দেশ হইতে বহুদূরে সাগরের পরপারে তাদের এই আত্ম-ঘাতী দ্বন্দ্ব দেখিবার এবং দেখিয়া তাহার সংশোধন করিবার কোন লোক ছিল না। স্পেন হইতে প্রয়োজনমত অর্থ ও সৈন্য আসিল, কিন্তু বিবদমান দুই পক্ষ স্ব স্ব খেয়াল-খুসীকে প্রবল রাখিবার জন্য এই সব ধন-বল, জন-বল নিয়া নির্ল্জ্জ ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল !

গুটিকত বিদ্রোহীর হাতে স্পেনের মত একটি শক্তি-শালী জাতির পুনঃ পুনঃ পরাজয় অতিশয় অগৌরবের কথা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধে কুড়ি হাজার স্পেনিয়ার্ড নিহত হইল এবং সেনানায়ক সিলভেষ্ট্রি আত্মহত্যা করিলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ে স্পেনি-য়ার্ডের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারা সন্দেহ করিল জেনারেল সিলভেষ্ট্রির এই মরক্কো অভিযানে রাজার প্রচ্ছন্ন প্রেরণা রহিয়াছে। পার্লামেণ্টে ইহা নিয়া প্রবল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। প্রতি-

নিধিগণ পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে চাহিল ; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা তাদের সে দাবী শুনিলেন না। তখন জেনারেল বিরেঙ্গার ছিলেন মরক্কোর হাই-কমিশনার। ক্রুদ্ধ পার্লামেণ্ট তাঁকে এই ভয়াবহ পরাজয়ের জন্য দায়ী করিয়া মাদ্রিদে আহ্বান করিল। কিন্তু রাজা তাঁহার বিচার না করিয়া পার্লামেণ্টের সকল দাবী ও ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া জেনারেল বিরেঙ্গারের অভ্যর্থনার জন্য এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। ইহাতে পার্লামেণ্টের আর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু দুই বৎসরে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এমন ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, জন-সাধারণের দাবীকে উপেক্ষা করিবার মত সাহস আর রাজা ত্রয়োদশ আল্‌ফান্‌সোর ছিল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ে কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিশন গঠিত হইল।

কমিশনের রিপোর্ট যে তাঁর অনুকূলে হইবে না, তাহা আল্‌ফান্‌সো বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই আসন্ন সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। দেশের নেতাগণ বুঝিতে পারিল—রাজা ও জেনারেল সিল-

ভেষ্ট্রির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা জাগিয়াছে এবং রাজা ষড়যন্ত্র করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেবার চেষ্টা করিতেছেন। কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বেই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন রাজা নেতাদের ডাকিয়া জানাইলেন, পার্লামেণ্টের উপর তাঁর তেমন বিশ্বাস নাই। নেতাগণ বুঝিতে পারিল, রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রজার সাধারণ রাষ্ট্রীয় শক্তি কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

স্পেনের এই সমস্যার দিনে স্পেনের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন প্রাইমো-ডি-রিভেরা। অজ্ঞাত অখ্যাত পরিচয়হীন একজন লোক যে কি করিয়া এক দিন রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ ছোঁ মারিয়া সকল রাষ্ট্রীয় শক্তি আপনার হাতে কাড়িয়া লইল তাহা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। আভিজাত্যের গৌরব প্রাইমো-ডি-রিভেরার কোন কালেই ছিল না। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্পেনীয় কৃষক। কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত পিতৃব্যের দয়ার উপরই তাঁর কাটিয়া যায়। উপযুক্ত বয়স হইবার পরই তিনি সামরিক শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন, এবং সামরিক বিভাগেই সারাটা জীবন কাটাইয়া দেন। প্রাইমো-ডি-রিভেরার পিতৃব্যের উপাধি ছিল

মার্কুস্-ডি-এষ্টেলা। রাজা দ্বাদশ আলফান্সো এই উপাধি রিভেরাকে অর্পণ করেন। সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সেনা-বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। কিছুদিনের জন্য রিভেরা মাদ্রিদের ক্যাপ্টেন-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দুর্নীতি, আফ্রিকায় সামরিক দুর্ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শীঘ্রই বার্সিলোনায় স্থানান্তরিত হইয়া যান। যুদ্ধকামী দল তখন আফ্রিকায় রীফ-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। প্রাইমো-ডি-রিভেরা সিনেটের এক বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের ব্যর্থ সমরনীতিকে আক্রমণ করিয়া নির্ভীক ভাবে বলিলেন, স্পেনের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে, স্পেনের নিকট উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের কোনই সামরিক মূল্য নাই। এই নির্ভীকতার পুরস্কার নিয়া তিনি বার্সিলোনায় চলিলেন।

রাজা আল্‌ফান্‌সো যখন "ইন্‌কোয়ারী কমিশনের" রিপোর্টের কথা ভাবিয়া প্রমাদ গণিতেছিলেন, রাজার সেই আসন্ন বিপদের দিনে প্রাইমো-ডি-রিভেরা মাদ্রিদে গিয়া রাজার সহিত পরামর্শ করিলেন এবং রাজাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া গোপন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সুতরাং পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেবার ষড়যন্ত্র চলিল। রিভেরার সহিত এমনি একটি গোপন ষড়যন্ত্র যে চলিতেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়ের বস্তু এই যে মার্কুইস্-ডি-আল্‌হামেসাসের লিবারেল গবর্ণমেণ্ট তার কোন প্রতিকার করিল না। প্রজার বৈধ অধিকারের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি যদি ট্রেড্ য়ুনিয়ান, সোসিয়ালিষ্ট এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্য চাহিতেন, তবে হয়ত এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন।

বার্সিলোনা ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের সামরিক "হেড কোয়ার্টার"। সুতরাং একটি প্রদেশের সকল সামরিক শক্তি আপন শাসনাধীন থাকায় প্রাইমো-ডি-রিভেরা অবিলম্বে বিদ্রোহের আয়োজন করিলেন এবং বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাঁর সৈন্যদল সহ প্রাইমো-ডি-রিভেরা ১২ই সেপ্টেম্বর মাদ্রিদ যাত্রা করিলেন। রাত্রিতে মাদ্রিদ পোঁছিয়া হঠাৎ শক্তিশালী নেতাদের বন্দী করিয়া গবর্ণমেণ্টের সকল শক্তি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, একানব্বই দিনের মধ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের

সকল দূর্নীতি দূর করিবেন। স্পেনিয়ার্ডগণ তাঁকে অভিনন্দিতও করিল না, তাঁর প্রতিরোধ করিয়াও কেহ দাঁড়াইল না। পরস্পর বিরোধী রাজনীতিক দলের অবিরত কলহ-বিবাদে লোকে সকল দলের উপর বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তারা দেখিল, লিবারেল কন্‌জারভেটিভ—কোন দলই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না; কিন্তু এখন যদি কোন তৃতীয় পক্ষ আসিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হয়, তবে দেশের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর। একদিকে জন-সাধারণের নিষ্ক্রিয় সম্মতি এবং রাজার সহযোগ অন্য দিকে নিজের সেনাবল—সুতরাং প্রাইমো-ডি-রেভেরার এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেবার শক্তি কাহারও ছিল না।

তা ছাড়া প্রাইমো-ডি-রিভেরার পশ্চাতে ছিল ক্যাটালোনিয়ান ধণিক ও বণিক সম্প্রদায়। রিভেরা তাঁদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি সে প্রতিশ্রুতি রাখিবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। স্পেনের ক্যাথলিক চার্চ্চ প্রাইমো-ডি-রিভেরার আর একটি সহায়।

রিভেরা তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার পিতা ছিলেন একজন সেনানায়ক, কিন্তু তিনি সামরিক বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া কৃষি অবলম্বন করেন।

"তিনি অবসর নিয়া তাঁর কৃষিক্ষেত্র 'জিরিতে' যান। সেখানে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমার মা এক বিখ্যাত ধনী ঘরের মেয়ে। আমার কাকা ডন ফার্ণেণ্ডোই আমায় লেখা পড়া শেখান।

"আমার জীবনে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন একজন পাকা সৈনিক; তিনি সমর-সচিবও হইয়াছিলেন এবং সেই কাজে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল; তাঁর সঙ্গে বাস করিয়া আমি বহু সামরিক ও রাজনীতিক ব্যাপার দেখিয়াছি এবং শিখিয়াছি। আমি আরও বলিব, স্বদেশের জন্য আমায় যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, সে জন্য আমি গর্ব্বিত। এই অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে পারি মাতৃভূমির কোথায় কোন্ প্রয়োজন রহিয়াছে।"

কি করিয়া তিনি স্পেনের নিয়ামক বা ডিক্টেটর হইলেন, তাহাই বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "এই

হইতে বোঝা যায় আমি কি করিয়া ডিক্টেটার হইলাম। বিগত মহাযুদ্ধের পর দেশে অসম্ভব অবস্থা আসিল,—দলাদলিতে দেশ বিচ্ছিন্ন, জাতি নিরুপায়; এই অন্তহীন বিশৃঙ্খলার মাঝে অবশ্য কিছু করিতে হইবে। কিছু যে করিতেই হইবে এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। নিয়ামকের বা ডিক্টেটারের শাসন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "মাদ্রিদ আক্রমণ" বলিয়া কেহই টু শব্দটি পর্য্যন্ত করিল না।

"ডিক্টেটারের শাসন স্থাপন করা তুনিয়ায় একটি অতি সাধারণ কাজ; আমি ছিলাম বার্সিলোনায়, মাদ্রিদের ট্রেণ ধরিলাম; এতটুকু বাধা দেবার শক্তি গবর্ণমেণ্টের ছিল না। আমি ডিক্টেটার হইলাম। যা ঘটিয়াছিল তা সংক্ষেপে এই।"

তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন; তিনি নিজে বলিয়াছেন, "আমি ৮টায় উঠি। সকালে খবরের কাগজ ও রিপোর্ট পড়ি, মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারী-দের কথাবার্ত্তা শুনি। কখনও প্রবন্ধ লিখি, কারণ খবরের কাগজের মূল্য অসাধারণ। মুখের কথার চেয়ে লিখিত কথায় লোকে বেশী প্রভাবান্বিত হয়।

"তারপর আহার; মদ মাংস খাই না। সরকারী

নিমন্ত্রণে কখনও মদ খাই। আহারের পর একটু বিশ্রাম নিয়া আবার কাজে লাগিয়া যাই। এই কাজে গভীর রাত কাটিয়া যায়।

"কাজ দেখিয়া কখন ভয় করি না; সারা জীবন আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। সখের সময় আমার নাই; ঘোড়ায় চড়াই একমাত্র আমার ব্যায়াম; আমি ঘোড়া বড় ভালোবাসি।"

১৯২৩, ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩০, ২৮শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রিভেরা স্পেনে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

পাঁচ

মরক্কো-বিজয়

স্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রাইমো ডি-রিভেরা সর্ব্বপ্রথম আফ্রিকার হাই-কমিশনারকে পদচ্যুত করিয়া সেই স্থানে একজন বিশ্বাসী অনুরক্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। তারপর তিনি স্থির হইয়া দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দৃষ্টি দিলেন। তিনি শাসক, তিনি বিচারক, তিনিই নিয়ামক। তিনি শাসনভার হাতে নিয়াই দেশের মধ্যে অসংখ্য আদেশ প্রচার করিলেন; কিন্তু তাঁর প্রতি আদেশ রাজার নামে বাহির হইত। তাঁর আদেশ বা ইচ্ছার এতটুকু সমালোচনা সহ্য করিবার ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। তিনি সকল রকম বিরুদ্ধ মতবাদকে চাপিয়া রাখিলেন।

বিচার বিভাগও তাঁর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তিনি জুরি-প্রথার বিলোপ করিয়া আপন অনুরক্ত বিশ্বাসী বিচারক সর্ব্বত্র নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু অসন্তোষের আগুণ নিবিল না। অক্টোবর মাসে সেনাদলে বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গেল। নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব আপনার হাতে নিয়া কঠোর শাসনে রিভেরা দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটারের শাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাই ছুনিয়াতে প্রমাণ করিবার জন্য রিভেরা রাজা ও রাণীর ইটালী ভ্রমণের আয়োজন করিলেন। প্রথম শীতকালটা বেশ শান্তিতেই কাটিয়া গেল; কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে দেশ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড শীতের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রীফ-অভিযানের সম্ভাবনা আসিল। যারা স্পেনের অভ্যন্তরে রিভেরার প্রতিরোধ করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারিল না, তারা উন্মুখ হইয়া এই যুদ্ধের ফলাফলের পানে চাহিয়া রহিল;— মনে করিল, এইবার আফ্রিকায় প্রাইমো-ডি-রিভেরার পরাজয় অনিবার্য্য।

প্রাইমো-ডি-রিভেরা নিজেও হয়ত ইহার অধিক ভাবিতে পারেন নাই। তাঁর আশঙ্কা করিবার কারণ যথেষ্টই ছিল। জুলাই মাসে যখন বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণে বহু স্পেনিয়ার্ড নিহত হইল, তখন তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিরুপায় হইয়াই আপন সম্মান ও খেয়াল বজায় রাখিবার জন্য এই সমর অভিযানের সকল ভার আপন হাতে তুলিয়া নিয়া তিনি টেটুয়ান যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত ঘটনা বিপর্য্যয়—দুই বৎসর পূর্ব্বে যে আফ্রিকাকে রক্ষা করিবার কোনই সার্থকতা নাই বলিয়া সিনেট সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আর এখন টেটুয়ানে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই আফ্রিকা রক্ষা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায়ই নাই। স্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তিনি যেমন দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিতই তিনি মরক্কো-বিজয়ে আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করিলেন। তাঁর সেনা-নায়কগণ তাঁকে নানা উপদেশ দিলেন, নানা রকমে ভয় দেখাইলেন, কিন্তু রিভেরা কাহারও যুক্তি পরামর্শ না শুনিয়া সমরনীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন। সেনা-বিভাগের সকল দূর্নীতি দূর

করিয়া, "সিবিল-মিলিটারী" কলহের অবসান করিয়া তিনি সেনা-বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

এই সময় স্পেনীয় সৈন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই সব বিচ্ছিন্ন দলের সহিত প্রধান সমর-কেন্দ্রের অনেক সময়ই সংযোগ রহিত না। তারা স্বাধীন ভাবেই যুদ্ধ করিত, এবং হঠাৎ অতর্কিতে আক্রান্ত হইলে অন্য দলের সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারিত না। ইহার অনিবার্য্য ফল ছিল এই যে, কখনও মিলিত শক্তিতে তারা শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারিত না। প্রাইমো-ডি-রিভেরা দেখিলেন, এই ভ্রান্ত সমরনীতিই বিদ্রোহীদের হাতে স্পেনের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের কারণ। রিভেরা সকল সৈন্যদলকে একত্র করিলেন এবং এমন ভাবে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন যাতে যে কোন মূহুর্ত্তে যে কোন দিকে প্রয়োজন মত তাদের পরিচালিত করা সম্ভব হয়। তারপর এই সুনিয়ন্ত্রিত সেনাদল সুশৃঙ্খল ভাবে পিছনে হঠিয়া এমন এক স্থানে আশ্রয় লইল, যেখান হইতে শত্রুকে আক্রমণ বা প্রতিরোধ করা বা প্রয়োজন হইলে পিছনে হঠিয়া যাওয়া কষ্টকর হইবে না। রিভেরা পরে ফরাসী সেনা-

দলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই মিলিত শক্তি একযোগে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিল, বিদ্রোহীরা সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। বিদ্রোহ-নায়ক আব্‌দুল করিমের ত্যাগ, বীর্য্য, কৌশল সব ব্যর্থ হইয়া গেল; তিনি বন্দী হইলেন।

এই সমর অভিযানে যদি তাঁর পরাজয় হইত, তবে হয়ত প্রাইমো-ডি-রিভেরা উপকূলের এক পাহাড় হইতে ঝাঁপিয়া পড়িয়া ভূমধ্য সাগরের জলে ডুবিয়া মরিতেন, তবু পরাজয়ের গ্লানি বহিয়া স্বদেশে ফিরিতেন না। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ও উদ্যম জয়যুক্ত হইল, এবং তাঁর এই বিজয় তাঁর স্বদেশকে এক কলঙ্কের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁর বুকে আবার আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করিল। চির-চঞ্চল বিদ্রোহ-প্রবণ স্পেনীয় সেনার মধ্যে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল, মুগ্ধ সেনাদল মিলিত হইয়া রিভেরার চারিপাশে ঘিরিয়া দাড়াইল। আফ্রিকার প্রবাস হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়ী সৈনিক-গণ শতমুখে রিভেরার অমিত সাহস, অপূর্ব্ব রণ-কৌশল, অসাধারণ দূর-দৃষ্টির কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিল। কৃতজ্ঞ দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া সে বিজয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী

শুনিল। যুদ্ধের দুর্ব্বিসহ ব্যয়ভার লোকে বহন করিতে অসমর্থ। কিন্তু নিরুপায় হইয়া তারা জন-কত লোক ও স্বেচ্ছাচারী রাজার খেয়াল-খুসীর প্রয়োজন যোগাইবার জন্য মুখের অন্ন বেচিয়া " রণ-কর " গুণিত। কিন্তু কেবল অর্থের দ্বারাই যুদ্ধ চলে না। বিজয় লালসার পরিসমাপ্তির জন্য উপযুক্ত সবল কার্য্যক্ষম সন্তানের বুকের রক্ত চাই। কোন পিতাই স্বেচ্ছায় আফ্রিকায় মরণের মুখে আপন সন্তানকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। যখন তারা সৈনিকের মুখে বিজয়ের কথা শুনিল, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াই যেন তারা নিশ্চিন্ত হইল।

প্রাইমো-ডি-রিভেরা আফ্রিকা-অভিযানের সকল ভার আপন হাতে নিয়ে যখন দেশ ছাড়িয়া আফ্রিকায় যান, তখন দেশে অশান্তি, অসন্তোষ ও বিপ্লব আন্দোলন গোপনে চলিতেছিল। তাঁর কঠোর শাসনে যারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, তারা রিভেরার অনুপ-স্থিতির সুযোগ নিয়া ক্ষুব্ধ উত্তেজনাতে অগ্নি সংযোগ করিল। ষড়যন্ত্র-প্রবণ রাজধানী মাদ্রিদ হইতে তিনি বহুদূরে বিদেশে ; মাঝখানে প্রশস্ত জিব্রেল্‌টার প্রণালী এবং স্পেনের উপর পাঁচ শত মাইল পথ ব্যবধান

রহিয়াছে। সকল রকম সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রিভেরা বিদেশে বিদ্রোহীর মাঝে প্রথম মাসটি কাটাইয়া দিলেন। এমন কি একটি মাস ধরিয়া রাজধানীর সহিত টেলিফোনের সংযোগটি পর্য্যন্ত পাইলেন না।

এই বিপদে তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও অনুরক্ত সেনাদল ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। তারা বিশ্বস্ত অনুচরের মতই সকল কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিল। মরক্কো-বিজয় রিভেরার যেন একটা সমস্যার বিষয়ই ছিল। সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি যখন রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া হঠাৎ রাষ্ট্রীয় সকল শক্তি আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করিয়াছিল ক্যাটালোনিয়ান বণিক ও ধনিকগণ। এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি তাদের স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি সে প্রতিশ্রুতি রাখিবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। ইহাতে ক্যাটালোনার লোক অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল। তিনি যখন আফ্রিকায় চলিয়া যান, তখন অসন্তুষ্ট ক্যাটালোনিয়ানদের বিপ্লব আয়োজন

বিপুলভাবে চলিল। কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া নির্ম্মম কঠোর হস্তেই এই বিপ্লব আন্দোলন দমন করিলেন। যারা স্বৈরাচার রাজতন্ত্র এবং ততোধিক স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটারের শাসন উচ্ছেদ করিয়া ক্যাটালোনায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার গোপন আয়োজন করিতেছিল, রিভেরা তাদের একে একে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। যারা তখনও কারাগারের বাহিরে ছিল, তারাও শেষ পর্য্যন্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপন করিয়া তিনি বার্সিলোনা ও ক্যাটালোনার বণিকদের আপাততঃ কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিলেন।

তারপর রিভেরা একে একে সকল বিরুদ্ধ মতবাদকে দেশ হইতে দূর করিলেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা আর রহিল না, স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকারটুকু তিনি কাড়িয়া লইলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি দেশে ছিল না। রাজার নামেই তিনি এই সব অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

ছয়

ছাত্র-বিদ্রোহ

জেনারেল প্রাইমো-ডি-রিভেরা দেখিলেন, স্পেনের য়ুনিভার্সিটিগুলি তাঁর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের নামে তিনি ছাত্রদের বিপ্লব আন্দোলন দমন করিতে চাহিলেন। তাঁর কঠোর শাসনে সমস্ত য়ুনিভার্সিটি বন্ধ হইয়া গেল, একজন ছাত্র বন্দুকের গুলিতে আহত, এবং সকলে বন্দী হইয়া বিচারের প্রতীক্ষায় কারাগারে পচিতে লাগিল। অধ্যাপকগণ রিভেরার এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিয়া পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী ছাত্রদল দমিল না; শেষে বাধ্য হইয়াই রিভেরাকে সকল আদেশ প্রত্যাহার

করিতে হইল। আদেশ প্রত্যাহার করিয়া ঘোষণায় যাহাই তিনি বলুন না কেন, সকলে জানিল, ডিক্টেটার সর্ব্বশক্তিমান নহে, তাঁকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ রিভেরার প্রধান সমর্থক। সুতরাং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এই চার্চ্চের শাসনাধীন করিয়া শিক্ষাবিভাগে আপন কর্ত্তৃত্ব অটুট রাখিতে চাহিলেন। স্পেনের সকল য়ুনিভার্সিটির ছাত্রকেই উপাধি পরীক্ষা দিতে হইত এক সাধারণ য়ুনিভারসিটি বোর্ডের নিকট। জেস্যুইটাস ডুয়েষ্টো এবং অগাষ্টিনোস য়ুনিভার্সিটি দু'টী ক্যাথলিক। এই দুই য়ুনিভার্সিটির ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সুবিধা পাইল যে, অতঃপর তারা আর সাধারণ য়ুনিভার্সিটি বোর্ডের নিকট পরীক্ষা না দিয়া এক বিশেষ পরীক্ষক সভার নিকট পরীক্ষা দিবে। এই সভার সভ্য রহিবেন দুইজন ক্যাথলিক অধ্যাপক এবং একজন সাধারণ য়ুনির্ভাসিটি বোর্ডের অধ্যাপক।

ন্যাশন্যাল এ্যাসেম্লী এই প্রথার তীব্র সমালোচনা করিল; উপাধি স্বীকার করিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে সমালোচনা ও মতামতকে গ্রাহ্য না করিয়া ছাত্রদের উপাধি বিতরণ করিল। প্রথম প্রতিবাদ আসিল

ভালাদলিদ য়ুনির্ভাসিটি হইতে। ক্ষুব্ধ ছাত্রগণ ধর্ম্ম-ঘটের বিপুল আয়োজন করিল। ধর্ম্মঘট যখন প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতেছিল, তখন শঙ্কিত হইয়া সেনর সবার্ট মাদ্রিদ্ হইতে ভালাদলিদে যাত্রা করিলেন এই বিদ্রোহোন্মুখ ছাত্র-সমাজকে শান্ত করিতে। সেনর সবার্ট ছিলেন "নিখিল স্পেন ছাত্র সভার" সভাপতি—মাদ্রিদ য়ুনির্ভাসিটির "উপাধি"-ছাত্র। কিন্তু বহুবার ডিক্টেটারের শাসনের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সেনর সবার্ট ছিলেন ডিক্টেটারের চোখে একজন "মার্কা-মারা" লোক। যখন প্রাইমো-ডি-রিভেরা শুনিলেন, সেনর সবার্ট ভালাদলিদে গিয়াছেন, তখন তিনি তাঁকে বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এই সংবাদ মাদ্রিদে পৌঁছিলে, মাদ্রিদ য়ুনির্ভাসিটির ছাত্রগণ তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। শঙ্কিত হইয়া য়ুনির্ভাসিটির কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকগণ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন, য়ুনির্ভাসিটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে। বন্ধ করিয়া দিলে হয়ত ছাত্রদের এই সাময়িক উত্তেজনা আপনা-আপনি শান্ত হইয়া যাইত। কর্ত্তৃপক্ষ আরও জানাইলেন, তাঁরা প্রমাণ করিতে

পারেন, সেনর সবার্ট ভালাদলিদে যাইয়া ছাত্রদের উত্তেজিত ত করেনই নাই, বরং তাদের শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁকে বন্দী করায় ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু এখন যদি গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত প্রতিকার না করেন, তবে ইহার পরে তাঁদের কোন দায়িত্বই রহিবে না। রিভেরা কর্ত্তৃপক্ষের এই অনুরোধ শুনিলেন না, তিনি য়ুনির্ভাসিটি বন্ধ না করিয়া ঘোষণা করিলেন, গভর্ণমেণ্ট যেমন করিয়াই হ'ক য়ুনিভার্সিটিতে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবে। চার শত পুলিশ আসিয়া বাণীর মন্দির কলঙ্কিত করিল!

ধর্ম্মঘট আর নিরুপদ্রব রহিল না। ধর্ম্মঘটের প্রথম দিন যে সব ছাত্র পথে দাঁড়াইয়া ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাইতে নিষেধ করিতেছিল তারা গ্রেপ্তার হইল। তাদের গ্রেপ্তারে ছাত্রদের মধ্যে এতই চাঞ্চল্য আসিল যে তারা মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের এই জুলুম-জবরদস্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য মাদ্রিদের পথে পথে শোভা-যাত্রা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুলিশ কখনই কোন দেশে ভদ্রলোক হয় না, স্পেনের পুলিশও তার ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয় দিন উত্তেজিত ছাত্রদল যখন

পুলিশের আদেশ না মানিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিল, তখন পুলিশ ষোল জন ছাত্র-নেতাকে গ্রেপ্তার করিল। কিন্তু শোভাযাত্রা যখন থামিল না, তখন পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালাইল। গুলিতে একজন ছাত্র মারাত্মক আহত হইল। এই আহত ছাত্রটি ছিল ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কাউন্ট বুগালাল এবং কর্ণেল মার্কোসির ভ্রাতষ্পুত্র। কর্ণেল মার্কোসি ষড়যন্ত্র অপরাধে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

তারপর দুই হাজার ছাত্র মিলিত হইয়া শিক্ষামন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারকম বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত গাহিতে থাকে। সেখান হইতে এই উত্তেজিত বিদ্রোহী ছাত্রদল শোভাযাত্রা করিয়া সরকারী সংবাদ পত্রের আফিসের সামনে গিয়া তার জানালাগুলি সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। পুলিশ খোলা তরোয়াল হাতে তাদের আক্রমণ করিলেও যখন তারা হঠিয়া গেল না, তখন গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। ছাত্রগণ মরণ-পণ করিয়া এই গুলির সামনে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং গুলির উত্তরে ঢিল পাটকেল যাহাই হাতের সামনে পাইল তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। আপাততঃ

শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু বৈকালে ছাত্রগণ প্রস্তুত হইয়াই আসিল। পুলিশের সহিত তাদের এক ভয়াবহ সংঘর্ষ বাধিল। ভয় সন্ত্রস্ত লোকজন পথিক দোকান কাফেখানা যে যেখানে পারিল সেখানে আশ্রয় লইল। পথের দু'পাশে দোকান-পাটগুলি এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

মাদ্রিদের এই ছাত্র-বিদ্রোহের একটি মুখ্য কারণ, ডিক্টেটার প্রাইমো-ডি-রিভেরা "আর্টিলারী" ও "ক্যাডেট" এ্যাকাডেমি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই দুটি সামরিক বিদ্যালয়ে স্পেনের অভিজাত বংশের ছেলেরা পড়িত। সুতরাং তাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া তারা মাদ্রিদের অন্যান্য ছাত্রদের সহিত আপন ভাগ্য মিলাইয়া দিল।

গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া মাদ্রিদ য়ুনিভ্যার্সিটির চ্যান্সেলার ও কয়েকজন অধ্যাপককে পদচ্যুত করিল। গবর্ণমেণ্টের এই স্বেচ্ছা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মঘট সমস্ত স্পেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল সেন্টিয়াগো, ভালাদলিদ, বার্সিলোনায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিল। গবর্ণমেণ্ট নিরুপায় হইয়া

প্রথম মাদ্রিদ য়ুনিভার্সিটি বন্ধ করিয়া দিল। এই য়ুনিভার্সিটিতে স্পেনের যত সব অভিজাত বংশের ছেলেরা পড়িত। সুতরাং যে আন্দোলন সাধারণের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল, গবর্ণমেণ্টের স্বৈর-নীতির ফলে তাহা বিস্তার লাভ করিল। এপ্রিল মাসে (১৯২৯) ওভিয়েদো য়ুনিভার্সিটি বন্ধ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখাইল, ভবিষ্যতে ছাত্রগণ শান্ত না হইলে স্পেনের সকল য়ুনিভার্সিটিই গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিবে। ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৯, চ্যান্‌সেলার ও ভাইস্-চ্যান্‌সেলারকে পদচ্যুত করিয়া দুইজন গবর্ণমেণ্টের লোক ঐ পদে নিযুক্ত করা হইল। যতদিন য়ুনিভার্সিটি বন্ধ রহিবে ততদিন, ছাত্রদের আদেশ করা হইল যে, তারা অন্য য়ুনিভার্সিটিতে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিবে। আরও আদেশ হইল, কোন রকম সভা সমিতিতে অধ্যাপকগণ বক্তৃতা করিতে বা যোগ দিতে পারিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের এই অদ্ভুত আদেশে জনসাধারণ বিস্মিত হইয়া গেল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার বাহির করিয়া অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে অদ্ভুত অভি-যোগ করিল তাহাতে কাহারও আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইস্তাহারে বলা হইল—

"য়ুনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বলতা এবং অধ্যাপক-দের প্ররোচনার ফলেই য়ুনিভার্সিটিগুলি বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে; রাজনীতি আলোচনায় অনর্থক সময়ের অপচয় হয়, তাছাড়া অধ্যাপকগণ উত্তপ্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া শিক্ষা কেন্দ্রে এক নিন্দনীয় উদাহরণ রাখিয়া যাইতেছেন। বার্সিলোনা য়ুনিভার্সিটি-তেও এই সব অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং সেখানেই গবর্ণমেণ্ট এই একই উপায় অবলম্বন করিবে।

"ছাত্রগণ যেমন ভয়াবহ বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিতেছে, তাহাতে প্রয়োজন মনে করিলে গবর্ণমেণ্ট এই সব বিপজ্জনক বিপ্লব আন্দোলন দমন করিবার জন্য স্পেনের সবগুলি য়ুনিভার্সিটি বন্ধ করিয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিবে না।

"য়ুনিভার্সিটি বন্ধ হইয়া গেলে স্পেনের কোনই ক্ষতি হইবে না, কারণ ডাক্তার-উকিলের সংখ্যা দেশে অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। তা ছাড়া পাশ করিবার পরও ডাক্তার ও উকিলদের বেশ ভালো করিয়া পড়াশুনা করিবার প্রয়োজন। কিন্তু ভালো করিয়া পড়াশুনা যারা করিতে চায়, তাদের পক্ষে য়ুনিভার্সিটি-গুলি যেন নিষ্প্রয়োজন হইয়াই পড়িয়াছে।

"অধ্যাপকগণ ছোটো-খাটো একটি বক্তৃতা করেন। কিন্তু এই সামান্য একটি বক্তৃতা করিতেও তাঁরা অসম্ভব বিলম্ব করিয়া ক্লাসে আসেন; অথবা কোন লোকের উপর শিক্ষার এই গুরু দায়িত্ব চাপাইয়া বা ক্লাসে গল্প-গুজব করিয়া সময় নষ্ট করেন!"

এই ইস্তাহারে গবর্ণমেণ্ট য়ুনিভার্সিটির ছাত্র এবং অধ্যাপকদের যে ভয় দেখাইল, তাহাতে ছাত্রগণ মোটেই দমিল না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত হইয়াই যেন সমস্ত য়ুনিভার্সিটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই ছাত্র বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এক "ইন্‌কোয়ারী কমিশন" গঠন করিল। উদ্দেশ্য ছিল—এই কমিশনের রিপোর্ট অনু-সারে য়ুনির্ভাসিটিগুলির নিয়ম-কানুন এমন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সর্ব্বতোভাবে ডিক্টেটারের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

কিন্তু এই কমিশন কাজ করিতে যাইয়া বড়ই বিপর্য্যস্ত হইল। এক রকম কোন ছাত্রই সাক্ষ্য দিল না; আর যাহারা সাক্ষ্য দিল তারা নির্ভীক ভাবেই বলিল—অধ্যাপকগণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। মাদ্রিদ য়ুনিভার্সিটির দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সেনর জোস্ ওর্টেগা গ্যাসেট্ এক পত্রে শিক্ষামন্ত্রীকে জানাইলেন, "গৌরবের সহিত

না হইলেও মর্য্যাদার সহিত এতদিন যে আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা বাধ্য হইয়াই আজ আমায় ত্যাগ করিতে হইল।" স্পেনিশ রয়েল এ্যাকাডেমীর অধ্যক্ষ মিনেণ্ডার পিডাল ডিক্টেটার কর্তৃক য়ুনিভার্সিটি ও সেনর সবার্টের প্রতি উগ্র ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু পিডাল ছিলেন একজন গোঁড়া রক্ষণশীল রাজতান্ত্রিক! গ্র্যানেডা য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক ফার্ণেণ্ডেজ পদত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার দেখাদেখি বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পদত্যাগ করিলেন।

কমিশনের দুরবস্থা হইতে এই তিনটি কথা বেশ স্পষ্ট হইয়াই প্রমাণিত হইল—এক, ডিক্টেটারের শাসন যত কঠোর ও দৃঢ় মনে করা গিয়াছিল তাহা তত কঠোর ও দৃঢ় নয়; দুই, ডিক্টেটারের বিরুদ্ধে যে প্রবল বিপ্লব আন্দোলন রহিয়াছে তাহা দমন করিবার শক্তি ডিক্টেটারের নাই; তিন, এই বিপ্লব আন্দোলন ডিক্টেটারের স্বৈর শাসনেরই অবসান দেখিতে চায় না, সম্ভব হইলে তাহা স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রেরও উচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত!

গবর্ণমেণ্ট সমস্যায় পড়িয়া গেল। এই আসন্ন সমস্যা হইতে অব্যাহতির জন্য প্রাইমো-ডি-রিভেরা

"লীগ্-অব্-নেশন্স্-কাউন্সিলের" অধিবেশন আহ্বান করিলেন মাদ্রিদে। তার পূর্ব্বেই ঈষ্টার ছুটিতে সেভিল ও বার্সিলোনায় শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া এই উপলক্ষ্যে রাজকীয় ঘোষণায় সকল য়ুনিভার্সিটিই পুনরায় খোলা হইল। ক্যাথলিক য়ুনির্ভাসিটির ছাত্রদের পরীক্ষা দিবার যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও সেই সঙ্গে প্রত্যাহার করা হইল। রিভেরা মনে করিলেন, ছাত্রদের এই সব উৎসবে নিয়োগ করিতে পারিলে দিন কতক বিদ্রোহ আন্দোলন শান্ত রহিবে এবং একবার শান্ত হইয়া গেলে তাহা আর পুনরায় জাগিবে না।

কিন্তু তখনও সেনর সবার্ট প্রমুখ কতকগুলি ছাত্রনায়ক কারাগারে বন্দী হইয়া ছিলেন। সুতরাং ছাত্রগণ শান্ত হইল না। তারা উত্তেজিত হইয়াই মাদ্রিদ য়ুনিভার্সিটিতে স্থাপিত রাজা আল্ফান্সোর আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তার মাথাটি ছিনিয়া নিয়া উন্মত্ত ছাত্রদল কোথায় কোন নিরুদ্দেশে ফেলিয়া দিল! পুনরায় গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। ছাত্রদের প্রতি অত্যাচারের আর পরিসীমা রহিল না। এই সব বন্দী ছাত্রদের মধ্যে ছিল চার

জন ছাত্রী, বয়স তাদের কাহারও সতের বৎসরের অধিক নয়! এই চারিটি বালিকার মুখ হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য তাদের প্রতি বৃথাই অপরিসীম নির্য্যাতন করা হইল। কিন্তু সকল রকম নির্য্যাতন সহিয়া তারা নারীর সর্ব্বংসহা নাম চির-অম্লান রাখিয়া "ভূগর্ভের অন্ধকার নির্জ্জন কারাগৃহে" বন্দিনী রহিল!

সাত

ডিক্টেটারের পতন

ডিক্টেটারের স্বৈর-শাসনে দেশের সর্ব্বত্রই একটি অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। কিন্তু কাহারা যে অসন্তুষ্ট হইল তাহাও যেমন বুঝিবার উপায় ছিল না, কেন যে অসন্তুষ্ট হইল তাহাও তেমনি দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গেল। মতবাদ এমন পরস্পরবিরোধী যে তাহা হইতে সত্যকার কারণটি খুঁজিয়া বাহির করা এক রকম অসম্ভব। কঠোর আইন সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করিল, সভাসমিতিতেও বক্তৃতা করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার উপায় রহিল না। ফলে সংবাদপত্রের প্রচার অসম্ভব রকম কমিয়া গেল। শিক্ষিত স্পেনিয়ার্ডগণ আপন দেশ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

বিদেশী সংবাদ-পত্র কিনিয়া পড়িত। কিন্তু তাহা পড়িয়াও তারা কিছুই বুঝিতে পারিত না; কারণ যে সব সংবাদপত্রে ডিক্টেটারের শাসনের সমালোচনা রহিত তাহা সীমান্ত ডিঙ্গাইয়া স্পেনে প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং সকল কাগজে এই একই কথা রহিত—ডিক্টেটারের শাসনে স্পেনে সর্ব্বত্রই কুশল!

স্পেনিয়ার্ডগণ সরল, সোজাসুজি ভাবেই সকল কথা বুঝিতে চায়। তারা ব্যবসায়ী, নিরুপদ্রবে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিলে রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। তারা শুনিল, শিল্পে, বাণিজ্যে দেশ উন্নত হইয়া উঠিতেছে, আর্থিক উন্নতিরও ইঙ্গিত তারা পাইল। গ্রামে গ্রামে সহরে-নগরে মেলা ও শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইল; সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রিভেরা জন-হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সংরক্ষণ শুল্কের জন্য দেশে কৃষি ও শিল্পের সুবিধা হইল। আফ্রিকায় আর যুদ্ধের জন্য অনর্থক অর্থ ব্যয় হয় না। সুতরাং সেই অর্থে বাণিজ্য-পথ, রেল-পথ, সরকারী গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। মাদ্রিদ হইতে ভেলেন্‌সিয়া এবং ইরুণ পর্য্যন্ত দুইটি মোটর-পথ রিভেরা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তৈল ও খনিজ শিল্পের

বিকাশের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই সব শিল্পের "একচেটিয়া" অধিকার গ্রহণ করিয়া বৈদেশিক মূলধনের হাত হইতে দেশের "শিল্প-বাজার" রক্ষা করিলেন। বিদেশী মূলধন এই সর্ত্তে স্পেনে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল যে, বিদেশী পরিচালিত সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই শতকরা ৬০ ভাগ স্পেনীয় মূলধন রহিবে। ক্যাটালোনিয়া, গ্যালিসিয়া ও বাস্‌ক্ দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কোন বৎসর বাজেটের আয়-ব্যয় মিলিল না। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রিভেরার গবর্ণমেণ্ট প্রথমবার বাজেট মিলাইল।

কিন্তু এত করিয়াও প্রাইমো-ডি-রিভেরা দেশ শান্ত করিতে পারিলেন না। তাঁর সমালোচকগণ বলিতে লাগিল, দেশে যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা সত্যকার উন্নতি নয়। দেশের প্রকৃত অবনতি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে। লোক ঠকাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই রকম বাজেট প্রস্তুত করে—সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ বাজেট প্রকাশ হয়; কিন্তু অসাধারণ বাজেটের কথা জানিবার কাহারও

উপায় নাই। "গোঁজামিল" দেবার ইহা ছাড়া আর বড় কৌশল কিছুই নাই। কৃষিজাত দ্রব্য রক্ষা করিবার নামে যে উচ্চ সংরক্ষণ শুল্ক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে লোকের দুর্দ্দশার অবধি নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের ভিতর অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সংরক্ষণ শুল্ক রহিত করিবার শক্তি গবর্ণমেণ্টের নাই, কারণ রিভেরার পৃষ্ঠপোষক বড় বড় ভূম্যধিকারিগণ ভূমিতে লাভ না হইলে শ্রমিকদের মাহিনা দিবে না। তার ফলে যে ভীষণ বেকার-সমস্যা দেখা দিবে সোসিয়ালিষ্টগণ তাকেই রিভেরার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে। সমালোচকগণ বলিল, সংরক্ষণ শুল্কে জনকতক লোকের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু জনসাধারণের কোনই উপকার হইল না—দেশ ধনী হইল বটে, কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

জাতির জীবনে এমন একটি দিন আসে যখন তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন একজন শক্ত মানুষের প্রয়োজন হয়, যার কঠোর হস্তের আঘাত জাতীয় কলুষ দূর করিয়া জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিবে। জয়ের আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশ রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়

শক্তি এমনি এক ব্যক্তি-বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়। জনসাধারণ সাময়িক ভাবে ব্যক্তিগত অধিকার, এমন কি, রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা বোধ করে না। জাতির দুর্দ্দিনে জাতীয় কল্যাণে শক্তিশালী নিয়ামকের কঠোর শাসনের প্রয়োজন। মহা যুদ্ধের পর য়ুরোপ, এ্যামেরিকা ও এশিয়ায় গণতন্ত্রের বড়ই দুর্দ্দিন আসিল। গণতন্ত্রের জন্য যুঝিয়া বহু দেশ রাজার স্বৈরতন্ত্রের অবসান করিয়াছিল, কিন্তু রাজতন্ত্রের স্থানে আসিল এক ব্যক্তি-বিশেষের স্বৈরশাসন—Dictatorship. য়ুরোপে ইটালী, পোল্যাণ্ড, যুগো-শ্লাভিয়া, স্পেন, রাশিয়া—এশিয়ায় তুর্কী, পারস্য চীন—এ্যামেরিকায় মেক্‌সিকো—সবগুলি দেশেই নিমায়কের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সব শক্তিমান স্বৈরাচার নিয়ামকের শাসনে পাঁচ বৎসরে দেশ যতদূর উন্নত হইল রাজতন্ত্রে বা প্রজাতন্ত্রে পঞ্চাশ বৎসরেও হয়ত তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু এই সব নিয়ামকের আবির্ভাবে গণতন্ত্রের দুয়ার চিরদিনের তরেই রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। প্রয়োজনে পড়িয়াই জন সাধারণ তাদের আত্মশাসন অধিকার এক ব্যক্তি-বিশেষের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল; যখন প্রয়োজন চলিয়া

যাইবে তখন তারা যে সেই অধিকার ফিরিয়া পাইবার দাবী করিবেই, তাহাতে বিস্ময়ের বস্তু বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং স্পেনও সেই দাবী করিল। রিভেরা রাজতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করিলেন বটে, কিন্তু যে অসন্তোষের আগুণ বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাকে দেহের শক্তিতে নিবাইতে গিয়া রিভেরা কেবল সেই আগুণ আরও উত্তেজিত করিয়া দিলেন।

দেশের মধ্যে অশান্তি, অসন্তোষ, বিদ্রোহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। রিভেরা দেখিলেন, এই অশান্তির মূলে রহিয়াছে স্বৈরশাসন। সকলেই রাজতন্ত্রের অবসান দেখিতে চায় না, কিন্তু যারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়, তাদের সংখ্যাও একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু যারা প্রজাতান্ত্রিক নয়, তারাও চায় ১৮৭৬ সালের শাসনবিধির পুনঃ প্রতিষ্ঠা, প্রতিনিধি-মূলক শাসন-পরিষদ। প্রজার প্রতি-নিধি দ্বারা গঠিত কোর্টিস ভাঙ্গিয়া দিয়া তাদের হাত হইতে বিধি-বিধান রচনা করিবার স্বাভাবিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই যে দেশে পুনঃ পুনঃ অশান্তি দেখা দিতেছে, তাহা বুঝিতে রিভেরার বিলম্ব

হইল না। অশান্তি ও বিদ্রোহ দিন দিন যেমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল কঠোর শাসনে তাহা দমন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই বিদ্রোহ শান্ত করিবার জন্য রিভেরা শাসন সংস্কারে মন দিলেন। দুইজন সভ্য নিয়া শাসন-বিধি রচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিলেন। কুড়ি মাসের পরিশ্রমে তারা এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিল। রিভেরা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াও এই কমিটির সহিত সংযোগ রাখিলেন।

রিভেরা ছিলেন রাজার স্বৈরশাসনে বিশ্বাসী। তিনি যে লোক নিযুক্ত করিলেন তারাও রাজতান্ত্রিক। এবং রিভেরার ব্যক্তিগত প্রভাবে তারা যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিল তাহা প্রতিক্রিয়াশীল না হওয়াই ছিল অসম্ভব। এই গণতন্ত্র বিরোধী পাণ্ডুলিপি দেখিয়া স্পেনিয়ার্ডগণ আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁরা বুঝিল, এই স্বৈর-শাসনে তাদের স্বাভাবিক দাবী পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। ফলে সেনাবিভাগে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিগত ছাত্র বিদ্রোহই প্রথমবার প্রমাণ করিল, রিভেরা অপরাজেয় নন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বার্সিলোনাতে সৈন্যদের মধ্যে

বিদ্রোহের প্রবল আয়োজন চলিল। সেনর স্যাঞ্চেজ গুয়েরা তখন ছিলেন প্যারিসে। সৈন্যগণ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার জন্য জানুয়ারী মাসে তাঁকে আহ্বান করিলেন।

সেনর গুয়েরা স্পেনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। রিভেরার আভির্ভাবের পূর্ব্বে তিনি বহু বার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাজ-তান্ত্রিক— "উদারনৈতিক রক্ষণশীল" দলের নেতা। রিভেরাও এক দিন তাঁকেই একমাত্র আদর্শ দলনায়ক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া রিভেরা সেনর গুয়েরাকে শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেনর গুয়েরা রাজার স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী হইয়া সর্ব্ব প্রথম ঘোষণা করিলেন, ডিক্টেটারকে পদচ্যুত করিয়া গণতন্ত্রমূলক শাসন-বিধি প্রস্তুত না করিলে দেশের এই অশান্তি ও অসন্তোষ মিটিবে না। তিনি ডিক্টে-টারের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া দেশ ছাড়িয়া এত দিন প্যারিসের এক হোটেলে অতি সাধারণভাবে বাস করিতেছিলেন। বিদ্রোহীদের আহ্বানে বার্সিলোনায় ফিরিয়া তিনি হতাশ হইয়া গেলেন। যারা বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল, ভীষণ প্রতিরোধের সম্ভবনা

দেখিয়া তারা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য বিদ্রোহনায়কদের সহিত সেনর গুয়েরা বন্দী হইয়া ভেলেন্সিয়া সামুদ্রিক বন্দরে এক রণতরীতে বিচারের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সেখানে বন্দী অবস্থায় তিনি বেন্ জন্সনের "ভল্-পোন্" গ্রন্থের স্পেনীয় অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন, এবং সৌভাগ্যবশে এক লটারীতে ৬০ হাজার পেসেটা পুরস্কার পান। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে অন্যান্য বন্দীর সহিত এক সামরিক বিচারালয়ে তাঁর বিচার আরম্ভ হয়। এই "ভেলেন্সিয়া মামলাই" প্রাইমো-ডি-রিভে-রার পতনের মূল কারণ।

এই বিচারে এমন সব কথা প্রচার হইয়া পড়িল, যাহাতে রিভেরার সুদৃঢ় স্বৈর শাসন চঞ্চল হইয়া উঠিল, রাজা আল্‌ফান্সো সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিচারের সকল রকম কথাই চাপিয়া রাখিবার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করিল না। বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেওয়া হইলেও তাদের সংবাদ-গুলি পরীক্ষা করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া এমন করিয়া পাঠান হইল, যাহাতে এই বিচারের প্রকৃত বিবরণ স্পেনের বাহিরে কেহই জনিতে পারিল না। সরকার পক্ষ

হইতে যে সংবাদগুলি প্রকাশিত হইল, তাহাতেও সত্য কথা বিশেষ কিছুই রহিল না। সেনর গুয়েরাকে সমর্থন করিয়া তাঁর উকিলগণ যে বক্তৃতা করিলেন, তাঁর একটি কথাও দেশী সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করিতে পারিল না। গবর্ণমেণ্ট যে আপন স্বার্থের জন্যই বিচারের সত্য কাহিনীটি প্রকাশ করিতে দিল না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল।

কিন্তু অপ্রকাশ কিছুই রহিল না। সেনর গুয়েরার উকিল সেনর বার্গামিন এক বিস্ময়কর নির্ভীক বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই অভিযোগের অসঙ্গতি প্রমাণ করিয়া বলিলেন—ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সেনর গুয়েরা শাসন-বিধি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া আজ তিনি অভিযুক্ত হইলেন, অথচ যে প্রাইমো-ডি-রিভেরা বিদ্রোহ করিয়া শাসনবিধি ধ্বংস করিল, সেই পাইল রাজার সমর্থন ও অনুমোদন! বক্তৃতায় ডিক্টেটারের অবৈধ স্বৈরশাসনের এমন তীব্র নির্ভীক সমালোচনা করা হইল, যাহাতে বক্তৃতার মাঝে এই সামরিক বিচারালয়ের সভাপতি জেনারেল বিরেঙ্গার বার বার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুদক্ষ অভিজ্ঞ উকিল সেনর বার্গামিন, সেনর

ভিগুরী এবং সেনর আলকালা জামোরা অকাট্য যুক্তিতর্কের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহের অভিযোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন।

প্রমাণ হইল—

সেনর গুয়েরা ভেলেন্‌সিয়াতে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ডিক্টেটারের বিরুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ আন্দোলন চলিতেছিল। সেনর গুয়েরার মনে যে ইচ্ছাই থাকুক, তাঁর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই; সুতরাং তিনি দণ্ডার্হ নহেন। যে সব লোক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সেনর গুয়েরাকে ভেলেন্‌সিয়াতে আহ্বান করিয়াছিল তাহারাই পরে ভয় পাইয়া তাঁহাকে বিপদের মধ্যে পরিত্যাগ করে যায়। যে সব লোক ভয় পাইয়া আত্মসমর্পণ করিল তাদের বিবরণ ছাড়া সেনর গুয়েরার নামে বিদ্রোহের অভিযোগ প্রতিপন্ন করিবার অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। এই সব বিবরণ কতক মিথ্যা, কতক ষড়যন্ত্রের ফল। ১৯২৩ সালে বার্সিলোনার রিভেরা প্রমুখ নয়জন সামরিক নেতা দেশের বিধিসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দেশের জাতীয় শাসন-বিধি অপহরণ করিয়াছে; সুতরাং সেই বৈধ শাসনবিধি

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা ফিরিয়া আনিবার জন্য দেশের লোক প্রকাশ্যে ডিক্টেটারের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্য নয়জন সেনা-নায়ক বিদ্রোহ করিয়া যদি দণ্ডার্হ না হইয়া থাকে তবে অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা দণ্ডনীয় নয়।

কিন্তু উকিলগণ বুঝাইলেন, সেনর গুয়েরার সন্দেহ হইয়াছিল—এই বিদ্রোহ আন্দোলন হয়ত ডিক্টেটারের অবৈধ শাসনের অবসান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, রাজবংশেরও উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিবে; এই আন্দোলনে রাজতন্ত্রবিরোধী প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দলও সংশ্লিষ্ট ছিল, পাছে তারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া বসে এই আশঙ্কায় সেনর গুয়েরা তাঁকে সমর্থনের জন্য সেনা-নায়কের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। সুতরাং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তিনি করিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন ডিক্টেটারের অবৈধ শাসন ধ্বংস করিয়া পুনরায় দেশে বৈধ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে।

এই বিচারের অভিনয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করিয়া বসিল। রাজা আল্‌ফান্‌সো,

এমন কি ডিক্টেটার প্রাইমো-ডি-রিভেরা বিচার না করিয়া সেনর গুয়েরাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। সেনর গুয়েরার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁর উকিলগণ বক্তৃতায় সত্য কথা বলিবার যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্পেনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁদের অকাট্য যুক্তিতর্কের বলে গুয়েরা মুক্তি পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট নিরুপায় হইয়া তাঁকে মুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল, ডিক্টেটারের শাসন কঠোর নয়—ডিক্টেটার ন্যায়ের মর্য্যাদা বুঝে। কিন্তু স্পেনের এই প্রথমবার প্রচার হইল যে, "১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বরে বার্সিলোনায় এক সামরিক বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক প্রাইমো-ডি-রিভেরা স্পেনের শাসনদণ্ড কাড়িয়া নিয়া ডিক্টেটার হইয়াছে, সুতরাং তার শাসন বৈধ শাসন নয়। দেশের স্বাভাবিক বৈধ শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ডিক্টেটারের এই অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় কোন অপরাধ নাই!"

সুতরাং বিদ্রোহের ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। চারিদিকে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ, অশান্তি, অসন্তোষের মধ্যে

প্রাইমো-ডি-রিভেরার জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িল। দেশময় এই অশান্তির সুযোগ নিয়া প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব নায়কগণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের আয়োজন করিল। তাহারা বুঝাইল, রাজা এই অবৈধ শাসন সমর্থন করেন ; যতদিন এই স্বৈরচার রাজতন্ত্র স্পেনে প্রতিষ্ঠিত রহিবে ততদিন বৈধ শাসনের পথ সুগম হইবে না। সুতরাং এখন দেশের লোক শুধু ডিক্টেটারের ধ্বংসই দেখিতে চায় না, তারা স্বৈরাচার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত !



জেনারেল বিরেঙ্গার

আট

প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহ

রাজার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইল না। বৈধ শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় রাজতান্ত্রিক নেতাগণও শেষে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। দেশে এই সার্ব্বজনীন ক্ষোভ ও অশান্তির সুযোগ নিয়া প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব নায়কগণ প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; তাঁরা গোপনে মিলিত হইয়া সোসিয়্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের সাহায্যে বিদ্রোহের আয়োজন করিলেন। বহু উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষ এই বিদ্রোহে সহযোগ ও সহানুভূতি দেখাইলেন। বিদ্রোহের যে কি বিপুল আয়োজন হইল লোকে তাহা ধারণা করিতে পারিল না, গবর্ণমেণ্টের সকল কল্পনা ও সতর্ক দৃষ্টিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ২৭টি সহরের

সেনাবাস হইতে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসিল! এতদিন ধরিয়া প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব-নায়কগণ সৈন্যদের মধ্যে এবং দেশের সর্ব্বত্র যে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন তাহাই আজ সার্থক হইয়া উঠিতে চাহিল। রাজতান্ত্রিকগণও পিছনে পড়িয়া রহিল না। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল এবং ডিক্টেটারের দায়িত্বহীন শাসনে দেশে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা আসিয়াছিল তাহাই এই বিপ্লব চেষ্টার অনুকূল হইয়া উঠিল।

ডিসেম্বর মাসে জাকা ও কুয়েট্রো-ভিয়েণ্টোসে বিদ্রোহের আয়োজন হইল। সেনাবাসের অস্ত্র-শস্ত্র, উড়ো-জাহাজ, যা-কিছু যুদ্ধোপকরণ সব বিদ্রোহীদের হাতে। যখন ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিল, জেনারেল বিরেঙ্গার কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। বিদ্রোহ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই বিদ্রোহ চেষ্টা যে ব্যর্থ হইল তাহা বিরেঙ্গারের সতর্ক দৃষ্টি বা অসাধারণ সমর-কৌশলে নয়—যারা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ করিবার মত সাহস ও শক্তি ছিল না। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলে তাদের কি দুর্দ্দশা হইবে এই দুশ্চিন্তা

করিয়া তারা অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। তা ছাড়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিল না দেখিয়া বিদ্রোহ-নায়কগণ দমিয়া গেলেন।

এই বিদ্রোহই রিভেরার দায়িত্বহীন শাসনের অবসান করিল। ছয় বৎসর চার মাস কাল স্পেনের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ১৯৩০, ২৮শে জানুয়ারী তিনি ডিক্টেটারের পদ ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহের পরই প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়। য়ুরোপের যে "পাঁচজন শক্ত মানুষ" ছিলেন, তাঁদের একজন চলিয়া গেলেন; রহিলেন আরও চারজন—ইটালীর মুশলিনী, রাশিয়ার ষ্ট্যালিন, পোল্যাণ্ডের পিল্‌সুড্‌স্কি এবং যুগো-শ্লাভিয়ার আলেক্‌জান্দার!

ডিক্টেটার প্রাইমো-ডি-রিভেরা পদত্যাগ করিলেন। এই অবসরে স্পেনিয়ার্ডগণ দাবী করিল বৈধ শাসনের অধিকার। রাজা আল্‌ফান্‌সো প্রজার এই মিলিত দাবী উপেক্ষা করিয়া, ১৮৭৬ সালের শাসনবিধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া আপন খেয়াল-খুসী অনুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার জন্য আপন আজ্ঞাধীন এক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে চাহিলেন। তিনি তিন-

দিন ধরিয়া এমন উপযুক্ত একজন সেনানায়ক খুঁজিলেন যার কঠোর শাসনে দেশে সকল রকম বৈধ ও বিপ্লবী আন্দোলন শান্ত হইয়া যাইবে। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর স্বৈর-শাসন অধিকার খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনদিনের চেষ্টায় তেমনি একজন লোকের সন্ধান মিলিল। জেনারেল বিরেঙ্গার রাজার আহ্বানে মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিলেন।

জেনারেল বিরেঙ্গার ছিলেন স্পেনের একজন প্রসিদ্ধ সৈনিক। ১৮৭৩, ৪ঠা আগষ্ট কিউবা দ্বীপে তাঁর জন্ম। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি স্পেনে আগমন করেন জেনারেল মিলিটারী এ্যাকাডেমীতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য। সামরিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি সমর বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বিশেষ খ্যাতির সহিতই বহু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ সামরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্পেনের সর্ব্বত্র পরিচিত হন এবং তাঁরই চেষ্টায় গত ডিসেম্বর বিদ্রোহ দমিত হয়। সুতরাং আজ তাঁর সাহায্য পাইয়া রাজা আল্‌ফান্‌সো এই আসন্ন বিপদের মাঝে সাহস অবলম্বন করিলেন।

জাকা ও কুয়াট্রো-ভিয়েন্টোসের বিদ্রোহ দমিল বটে, কিন্তু দেশ হইতে অশান্তি চলিয়া গেল না। এই

বিদ্রোহের মূলে ছিল রাজা আল্‌ফান্‌সোর প্রতি সার্ব্ব-জনীন বিদ্বেষ। সকলের বিশ্বাস, তিনি প্রাইমো-ডি-রিভেরার প্ররোচনায় বা আপন ইচ্ছায় ১৮৭৬ সালের শাসন-বিধি ধ্বংস করিয়া প্রজার স্বাভাবিক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছেন। এই শাসন-বিধি কার্য্যকরী না রাখিবার কারণ হয়ত রাজার ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা প্রয়াসী স্পেনের নর-নারী রাজার কথায় বিশ্বাস করিল না। স্বৈরশাসনের প্রতি তাদের এমন দুর্জ্জয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল, যে ডিক্টেটারের আমলে যে সব জনহিত-কর কার্য্য হইয়াছিল তাহাও স্পেনিয়ার্ডগণ গ্রহণ করিল না; ডিক্টেটারের আমলকে তারা "কলঙ্কময় সাতটি বৎসর" বলিয়া অভিহিত করিল!

জেনারেল প্রাইমো-ডি-রিভেরা বিদ্রোহ করিয়া দেশের বিধি-বিধানের যখন উচ্ছেদ করিলেন, তখন এই বিদ্রোহের সমর্থন করিয়া রাজা আল্‌ফানসো যে মারাত্মক উদাহরণ রাখিলেন তাহাই তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। স্পেনিয়ার্ডগণ তর্ক করিল, বিদ্রোহ করিয়া যদি নয়জন সামরিক নেতা দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, তবে আজ স্পেনের কারাগার ত বিদ্রোহীতে পূর্ণ হইয়া উঠা উচিত নয়;

কারণ যারা আজ বন্দী হইয়াছে দেশের বিধি-বিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্যতা তাদের আছে বলিয়াই তারা মনে করে। হয় প্রাইমো-ডি-রিভেরা প্রমুখ নয়জন জেনারেল রাজাকে তাদের খেয়াল খুসী অনুসারে চলিতে বাধ্য করিয়াছিল, অথবা গণতান্ত্রিক শাসন-বিধিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার এই হীন ষড়যন্ত্রে রাজা নিজে জড়িত ছিলেন। যদি তিনি সত্যই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত না রহিতেন, তবে যখন ডিক্টেটার পদত্যাগ করিল তখন কেন তিনি এই বিদ্রোহী সেনানায়কদের দণ্ড দিলেন না? স্পেনিয়ার্ডের মন অত্যন্ত সরল ; কিন্তু যেখানে যে কোন ব্যক্তি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমকক্ষ মনে করে, সেখানে এই যুক্তি মারাত্মক হইয়া ওঠা অসম্ভব নয়।

জাকা ও কুয়াট্রো-ভিয়েণ্টোস্ বিদ্রোহ এবং ধর্ম্মঘট আন্দোলনের ফলে স্পেনের কারাগার বিদ্রোহনায়কে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নেতাগণ বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু কারাগারের বাহিরেও যে বিদ্রোহী রহিল তাদের সংখ্যাও উপেক্ষার বিষয় নয়। কারণ, বিদ্রোহ দমন হইলেও বিদ্রোহের কারণ ত দূর করা হইল না? অবিশ্রান্ত গোলাগুলির মধ্যে খালি মাথায় টুপি ফেলিয়া যখন বিদ্রোহনায়ক মেজর ফ্রাঙ্কো কুয়াট্রো-ভিয়েণ্টোস্

বিমান-কেন্দ্র হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পালাইতেছিলেন, তখন তিনি শুনাইয়া গেলেন, "আমার টুপী লইবার জন্য আবার আমি ফিরিয়া আসিব!" তাঁহার এই উক্তি যে এতখানি অর্থপূর্ণ ছিল তাহা তখন কর্ত্তৃপক্ষ ধারণা করিতে পারিল না।

জেনারেল বিরেঙ্গারের মন্ত্রীগণ প্রচার করিলেন, কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। প্রজার আত্মশাসন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে এই বিপ্লব আয়োজন হইয়াছিল—এই অতি সাধারণ কথাটি তাঁরা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের ঘোষণা বাণীতে বিদ্রোহের উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইল। রাজতন্ত্র তথা স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া তাহারা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা দেখাইল—স্বৈর শাসনের ষড়যন্ত্রে বৈধ শাসনের সকল দুয়ারই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন এক মাত্র পথ রহিয়াছে শক্তির প্রয়োগ। তাহারা বলিল—"যখন আমরা ন্যায় ও বিচারের প্রার্থনা করিলাম, তখন আমাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল; যখন আমরা আত্মশাসন অধিকার চাহিলাম, তখন এই অধিকারের নামে অনুগ্রহস্বরূপ আমাদের দেওয়া হইল একটি শাসন

পরিষদ—যে পরিষদ রচনা করিল এক কুচক্রী রাজার স্বেচ্ছাচারের অস্ত্রস্বরূপ এক দায়িত্বহীন গবর্ণমেণ্ট এবং যে পরিষদ নির্ব্বাচন করিল দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাতবর্গ।”

এই ঘোষণার ভাষা যদিও অসংযত, তবু বিপ্লবীদল কি চাহে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছিল। যাহারা প্রজাতন্ত্রবিরোধী এবং যাহারা রিভেরাকে সমর্থন করিয়াছিল, এই ঘোষণায় তাহারা চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বৈধ শাসনের বিরোধী আর কেহ ছিল না। ডিক্টেটারের পতনের পর যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইল তাহা বৈধ নয়। রাজতান্ত্রিক নেতাগণ এই “অবৈধ” গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল, তারা মনে করিল, বৈধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন শান্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমানে সমস্যা দাঁড়াইল প্রতিনিধিমূলক শাসন পরিষদ বা কোর্টিসের নির্ব্বাচন।

রাজা প্রথমে ১৮৭৬ সালের শাসন-বিধির মর্য্যাদা রক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কোর্টিসের সাধারণ নির্ব্বাচন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কোন কোন চিন্তানায়ক দেখাইলেন, ইহা অসম্ভব, কারণ ১৮৭৬ সালের শাসনবিধি রাজা আপন হাতে বিসর্জ্জন

দিয়াছেন ; এখন নূতন শাসনবিধি রচনা করিবার জন্য প্রজার প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এক "শাসন-বিধি-নির্ম্মাণ সভা" বা "Cortes Constituyentes" আহ্বান করা প্রয়োজন। উদার নৈতিকদলের নেতা কাউণ্ট রোমানোনেস বলিলেন, সাধারণ নির্ব্বাচন অবৈধ হইবে, যদি না তার পূর্ব্বে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন হয়। সেনর ক্যাম্বো আশঙ্কা করিলেন, রাজপুরুষগণ হয়ত রাজতান্ত্রিক লোকদের গোপনে নানা উপায়ে নির্ব্বাচনের সুবিধা দিয়া নির্ব্বাচনের প্রকৃত অর্থ ব্যর্থ করিয়া দিবে এবং তার ফলে যে কোর্টিস্ নির্ব্বাচিত হইবে তাহা প্রতিনিধিমূলক না হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হইল এই যে স্পেনিয়ার্ডগণ বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে কোন রকম নির্ব্বাচন মোটেই হইবে। তাহারা ভয় করিল, যদি নির্ব্বাচন সত্যই না হয় তবে হয়ত পুনরায় আর এক জন ডিক্টেটারের আবির্ভাব হইবে। যদি তাই হয়, তবে বিপ্লব আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিবে। তাদের এই রকম মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাজা আল্‌ফান্‌সো শাসনদণ্ড ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া ডিক্টেটার বা মন্ত্রীদের

নামে শাসনদণ্ড আপন হাতে রাখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং পুনরায় যে সে চেষ্টা করিবেন না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় ছিল না।

তবু বিরেঙ্গার মার্চ্চ মাসে নির্ব্বাচনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই নির্ব্বাচন আপন ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারিলে হয়ত কোর্টিসে অধিকাংশই রাজতান্ত্রিক সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। কিন্তু কোর্টিসে রাজতান্ত্রিক সংখ্যাধিক্য হইলেও যে দেশ হইতে অশান্তি দূর হইবে না তাহা তিনি বুঝিতে চাহিলেন না। স্বেচ্ছাচারী রাজা যতদিন না প্রজার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, ততদিন দেশে বিদ্রোহের আগুন নিবিবে না। ডিক্টেটারের পতনের পর তিনি যদি প্রজার দাবীতে স্বেচ্ছায় সম্মতি দিতেন, তবে হয় ত আরও কিছুদিনের জন্য বুর্ব্বন বংশ স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল-খুসীর জন্য স্পেনের সিংহাসন ঘিরিয়া বিপদ ও বিপত্তি দিন দিনই বাড়িয়া চলিল।

নয়

ধ্বংসের শেষ চেষ্টা

এক দিন স্পেনিয়ার্ডগণ শুনিল, মার্চ্চ মাসের নির্ব্বাচন স্থগিত হইয়াছে। শুনিয়া তাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তারপর দেশে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাতে প্রমাণ হইল ১৮৭৬ সালের শাসন-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক দল দেখিল, আল্‌ফান্‌সোর স্বৈরাচারে তাদেরই দল পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সকলেই বুঝিল, গণতন্ত্রের পথ রাজা ইচ্ছা করিয়াই দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন। রাজা নিজে হয়ত এই ভয়াবহ ঘটনার সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রাজার গোপন হস্তই ছিল সর্ব্বত্র সচেষ্ট।

যে দিন উদারনৈতিক রাজতান্ত্রিক দল কাউন্ট্ রোমানোনেস্ ও সেনর গার্সিয়া প্রীটোর নেতৃত্বে "নূতন শাসন-বিধি-নির্ম্মাণ-সভার" আহ্বান করা প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করিল, সেই দিনই জেনারেল বিরেঙ্গা-রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। রাজতন্ত্রবিরোধী দল মার্চ্চ মাসের নির্ব্বাচনে দাড়াইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কারণ নির্ব্বাচনের সকল ক্ষমতা বিরেঙ্গারের হাতে রহিলে নামে মাত্র নির্ব্বাচন হইবে, কিন্তু কৌশলে বিরেঙ্গার রাজতান্ত্রিক দলকে সুবিধা দিয়া নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। কিন্তু উদারনৈতিক রাজতান্ত্রিক দল নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইল; ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তারা স্থির করিল, জয়লাভ করিলে বৈধ ক্ষমতা তাদের হাতে আসিবে; তখন তারা নূতন শাসনবিধি প্রস্তুত করিবার জন্য এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। যখন উদারনৈতিক রাজ-তান্ত্রিক দল ইহাই ঘোষণা করিল, তখন বোঝা গেল এই নির্ব্বাচন স্বৈরাচার রাজতন্ত্রের নিকট নিষ্প্রয়োজনই নয়, তাহা একান্ত ভয়াবহ। কিন্তু কে ইহা প্রথম বুঝিয়াছিলেন? রাজা আল্‌ফান্‌সো, না জেনারেল বিরেঙ্গার? লোকে জানিল, রাজা স্বয়ং জেনারেল

বিরেঙ্গারের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁদের মধ্যে কি যুক্তি পরামর্শ হইল। তারপর দুইজন সঙ্কল্প করিলেন—অথবা একজন আর একজনকে বাধ্য করাইলেন—নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে; রাজা আল্‌ফান্‌সো আপন খেয়াল-খুসীকে অটুট রাখিতে গিয়া আপনার ধ্বংসের শেষ চেষ্টা করিলেন।

জেনারেল বিরেঙ্গার ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পদত্যাগ করিয়া গোপনে সেনা সমাবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হয়ত ছিল, এক অখ্যাত সেনা-নায়কের নেতৃত্বে অতর্কিতে গভর্ণমেণ্টের সকল শক্তি কাড়িয়া নিয়া পুনরায় ডিক্টেটারের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। রাজা এই রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের ছিলেন প্রধান অভিনেতা। তিনি মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য অবিলম্বে প্যারিসে ফোন্ করিয়া সেনর সেন্টিয়াগো আল্‌বাকে আহ্বান করিলেন।

সেনর আল্‌বার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল স্পেনে যথেষ্ট। সাড়ে সাত বৎসর পূর্ব্বে রিভেরা যখন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, তখনই তিনি স্পেন হইতে পালাইয়া যান এবং এই দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া স্বদেশে

ফিরিতে তিনি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বদেশে না ফিরিলেও স্বদেশের সহিত তিনি সংযোগ রাখিয়াছিলেন। তিনি স্পেন সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বিরেঙ্গারের পদত্যাগের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নূতন শাসন-বিধি নির্ম্মাণের সমর্থন করিয়া যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা স্পেনের সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়। এই সব প্রবন্ধই তাঁকে স্পেনিয়ার্ডদের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

রাজা আল্‌ফান্‌সো যেন নিরুপায় হইয়াই এই স্বৈরাচার রাজতন্ত্র বিরোধী মানুষটিকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু সেনর আল্‌বা বিনীত ভাবেই সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা বলিলেন, স্পেনে ফিরিবার ইচ্ছা যদি তাঁর না-ই থাকে তবে স্পেনের বাহিরে থাকিয়াই তিনি কেন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন না করেন? কিন্তু তাহাতেও তিনি অস্বীকার করিয়া জানাইলেন, সংস্কারকামী দলের নেতা সেনর মেল্‌কুয়াডিস্ আল্‌ভারেজ্ এবং সংস্কারকামী দলের নেতা সেনর স্যাঙ্কেজ্ গুয়েরার

উপর তাঁর বিশ্বাস আছে ; সুতরাং তাঁরা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলে তিনি সমর্থন করিবেন।

অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা—যে স্যাঙ্কেজ্ গুয়েরা রাজদ্রোহের অপরাধে এক দিন অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি স্বৈরাচার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন, রাজা বাধ্য হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে তাঁকেই (১৬ই ফেব্রুয়ারী) অনুরোধ করিলেন। সেনর গুয়েরা মাদ্রিদের "আদর্শ" কারাগারে রাজ-বন্দীদের সহিত দেখা করিলেন; উদারনৈতিক রাজতান্ত্রিক হইতে প্রজাতান্ত্রিক সোসিয়ালিষ্ট পর্য্যন্ত সকল নেতার সহিত আলোচনা পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। এই তালিকা নিয়া তিনি রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলেন। রাজা গিয়াছিলেন কি পরামর্শ করিতে বিরেঙ্গারের বাড়ীতে ; সেখান হইতে তখন সবে মাত্র ফিরিয়াছিলেন।

সেনার গুয়েরা রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়া যখন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার মন্ত্রীদের নামের তালিকা প্রস্তুত আছে ?"

গুয়েরা উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়। রাজার সহিত দেখা করিরার পর সংবাদ পত্রে দিবার প্রয়োজন যদি হয় তবে তা সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিব।"

সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করিলেন, "রাজার সহিত কথাবার্ত্তায় কি আপনার অনেক সময় লাগিবে?"

"আমি জানি না। আশাকরি, হয়ত অনেক সময় লাগিবে।"

গুয়েরা রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন, কিন্তু পঁয়ত্রিশ মিনিট পর রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া এক অপ্রত্যাশিত ঘোষণা প্রকাশ করিলেন—

"কাল বহু ব্যক্তির সহিত বহু পরামর্শ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, আমি যেমন চাহিয়াছিলাম ঠিক তেমন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিলাম না। বাস্তবকে উপেক্ষা করিবার মত মানুষ আমি নই বলিয়া আমার পকেটে এখনও মন্ত্রীদের নামের তালিকা থাকা সত্ত্বেও আমি রাজাকে বলিয়াছি, তিনি যে ভার আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

সকল দলের সহিত পরামর্শ হইল, মন্ত্রিমণ্ডলের নামের তালিকা প্রস্তুত করিলেন, সকলের সমর্থন মিলিল, তবু সেনর গুয়েরা যে কেন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারিলেন না তাহা এক রহস্যের বিষয়। এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত এই হইতে পারে যে, রাজা কৌশলে গুয়েরাকে বুঝাইয়াছিলেন তাঁর মন্ত্রিমণ্ডল কার্য্যকরী হইবে না, স্নুতরাং গ্রহনীয় নয়।

ফল হইল ভালো! সেনর আল্‌ভারেজ্ একজন সংস্কারকামী, প্রজতন্ত্রের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ অল্প ছিল না। রাজা তাঁকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলেন, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার কোন আদেশ দিলেন না। পরদিন জেনারেল আজ্‌নার-মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন; তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য রহিলেন রাজতান্ত্রিক বিরেঙ্গার, উদারনৈতিক রাজতান্ত্রিক রোমানোনেস এবং গার্সিয়া প্রীটো। আজ্‌নার-মন্ত্রিমণ্ডল দেখিল, দেশের এ অশান্তি দূর করিতে হইলে আশু-নির্ব্বাচন প্রয়োজন। জেনারেল বিরেঙ্গার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখায় স্পেনিয়ার্ডগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন পরে যখন নির্ব্বাচনের স্নুবিধা পাইল, তখন তারা প্রজাতান্ত্রিক নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিয়া

স্বেচ্ছাচারের প্রতিশোধ লইল। এই মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের গতি দেখিয়া রাজা শঙ্কিত হইলেন, পুত্রের নামে সিংহাসন ত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। নির্ব্বাচন শেষ হইবামাত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল!

দশ

নবতন প্রজাতন্ত্র

অনিবার্য্যের সহিত যুঝিয়া রাজা শেষে পরাজয় স্বীকার করিলেন। প্রজাতন্ত্রের সম্মুখে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল। বহুদিন হইতেই সিংহাসন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি এবং তাঁহার অনুচরবর্গ বৃথাই সে সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিলেন। আপন দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতির জন্যই যখন ডিক্টেটারের স্বৈরশাসনের অবসান হইল, তখন যদি রাজা প্রজার দাবী পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার সিংহাসন অচঞ্চলই রহিয়া যাইত। কিন্তু সে সুযোগ স্বেচ্ছায় অবহেলা করিলেন; সুতরাং অবহেলার অনিবার্য্য ফল ফলিল।

তারপর বিরেঙ্গারের যে "অদ্ভুত" গবর্ণমেণ্ট স্পেনের শাসন কার্য্য চালাইল, তাহাতে না ছিল সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, তাহা না ছিল বিধিসম্মত। বিধিবিধানের এত বড় অবমাননা দেশ সহিতে পারিল না। সেনাবাস ও বিমানকেন্দ্রে বিদ্রোহ, নগরে নগরে ধর্ম্মঘট, বিপুল জনসভায় রাজদ্রোহ-মূলক উত্তপ্ত বক্তৃতা—এইসব হইতে বেশ বোঝা গেল, পার্লামেণ্ট যদি একটিবারের জন্য নির্ব্বাচিত কখনও হয়, তবে তাহা যে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিবে তাহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই। কঠোর নির্ম্মম হস্তে বিদ্রোহ, ধর্ম্মঘট দমন করা হইল; কিন্তু অসন্তোষের যে আগুণ দেশময় ছড়িয়া গিয়াছিল, তাহা যে কখন শত শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না।

রাজা পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু রাজা বুঝিলেন, এই সুযোগে প্রজা নূতন শাসন-বিধি রচনা করিবার দাবী করিবে। রাজার ক্ষমতা এতটুকু খর্ব্ব হয়, রাজা সহিতে পারিলেন না। প্রজার এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াই নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। দেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে তাহার প্রতিশোধ

লইল। বহুদিন পর নির্ব্বাচনের সুযোগ পাইয়া তাহারা দলে দলে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইল। মাদ্রিদে যতগুলি প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই প্রজাতান্ত্রিক। অন্যান্য নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বিশেষ বিভিন্ন ফল হইল না। দেশের রাষ্ট্রীয় স্রোত কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা বুঝিতে কোথাও কাহারও এতটুকু সন্দেহ রহিল না। সুতরাং স্পেনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ায় বিস্ময়ের বস্তু বিশেষ কিছুই ছিল না, প্রজাতন্ত্র যেন অনিবার্য্যই হইয়া পড়িয়াছিল।

আল্‌ফান্‌সো চিরদিন বিপদের মাঝে ঘুরিয়াছেন, গুপ্তঘাতক চিরদিন তাঁর পিছনে পিছনে ফিরিয়াছে, কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, দুঃসাহসী। এই সব আসন্ন বিপদকে উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, “রাজ্‌গী করিতে গেলেই বিপদ মাথায় করিতে হয়।” কিন্তু আজ আর তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না; প্রতিরোধ করিবার কোন শক্তিও তাঁর ছিল না। এতদিন যে সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছিলেন আজ তারাও রাজতন্ত্র-বিরোধী হইয়া উঠিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া নির্য্যাতিত প্রজা আজ সুযোগ বুঝিয়াও সেই লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনের প্রতিশোধ

লইতে চাহিল না, অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ও ধৈর্য্যের সহিত তারা রাজপরিবার ও অভিজাতবর্গের নির্ব্বাসনের আয়োজন করিয়া দিল। প্রজাতন্ত্রের মুখপত্র বলিল, "আজ আমরা অধিকতর সভ্য হইয়াছি; রাজা ও রাণীকে ফাঁসীর মঞ্চে না পাঠাইয়া সুকোমল আরামদায়ক শকটে সুখ-নিদ্রার আয়োজন করিয়া বিদায় করিলাম!"

প্রজা রাজাকে নিরাপদে কার্টাজেনায় পৌঁছিয়া দিল। সেখানে জাহাজ ধরিয়া তিনি ফ্রান্স হইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন স্থির করিলেন। স্পেনের সীমান্ত ডিঙ্গাইয়া ট্রেণ আসিল, ট্রেণ চলিয়া গেল। নির্ব্বাসিত প্রজাগণ দেখিল, তাদের পাশের ট্রেণগুলি স্পেনের অভিজাতবর্গকে বহিয়া পর-সীমান্তে চলিয়াছে। এই নির্ব্বাসিতদের মাঝে ছিলেন সেনর প্রীটো—স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক অর্থসচিব।

প্রথমে কর্ণেল মেকিয়ার নেতৃত্বে ক্যাটালোনিয়া পৃথক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল। কর্ণেল মেকিয়ার জীবন বিস্ময়কর রাজনীতিক ঘটনায় পূর্ণ। তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন বলিয়া তিনি আর্জ্জিন্টিনে দ্বীপান্তরিত হইয়াছিলেন। স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গোপনে

সেখানে স্পেনিয়ার্ডদের প্ররোচিত করিলেন। ফলে সেখান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছুদিন উরুগুয়াতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু এই একই অপরাধে সেস্থানও তাঁকে ত্যাগ করিতে হইল। দক্ষিণ এ্যামেরিকা ছাড়িয়া বৎসর তিন ধরিয়া বেলজিয়ামে বাস করিবার পর তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করা হইলে, তিনি স্বদেশে বার্সিলোনাতে ফিরিয়া আসিলেন। আজ ক্যাটালানগণ তাঁহারই নেতৃত্বে পৃথক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিল।

কিন্তু মাদ্রিদে কর্ণেল জামোরার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র যখন ঘোষিত হইল, তখন কর্ণেল মেকিয়া ফোন করিয়া কর্ণেল জামোরাকে অভিনন্দিত করিয়া জানাইলেন, ক্যাটালোনিয়া "নিখিল-স্পেন-প্রজাতন্ত্র" হইতে পৃথক হইয়া যাইবে না। জামোরা অবিলম্বে সোসিয়ালিষ্ট নেতাদের সহযোগে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন। তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ; তিনি মেজর ফাঙ্কোর সহিত গত প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিলেন। মেজর ফাঙ্কো বিমানপোতে পর্টুগালে পালাইয়া গেলেন, কিন্তু কর্ণেল জামোরা বন্দী হইয়া মাদ্রিদ কারাগারে এতদিন ধরিয়া বিচারের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিবার পরই তিনি কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

বহুদিন হইতে ক্যাটালোনিয়াতে আন্দোলন চলিতেছিল—স্পেন হইতে তাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে কর্ণেল মেকিয়া মাদ্রিদে দূত পাঠাইলেন। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর স্থির হইল—অতঃপর ক্যাটালোনিয়া ভাষা, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং আরও দুই একটি বিষয়ে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্যাটালানগণ পুনরায় মাদ্রিদকে অভিনন্দিত করিল।

দুই একজন প্রতিক্রিয়াশীল সেনানায়ক এবং জেনারেল বিরেঙ্গার এই নবতন প্রজাতন্ত্রের প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিরেঙ্গারের আত্মসমর্পণ এক বিস্ময়কর ঘটনা। গৃহ-সচিব সেনর মৌরা ১টার সময় রাজকার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত রহিয়াছিলেন; হঠাৎ কোথা হইতে জেনারেল বিরেঙ্গার আসিয়া বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া

মনে করিতেছি, আমায় এখনই কারাগারে পাঠাইয়া দিন।" সেনর মোরা এই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে বন্দী না করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বিরেঙ্গারকে মুক্তি দেওয়ায় জন-সাধারণ ক্ষেপিয়াই উঠিয়াছিল, সুতরাং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য এই প্রতিক্রিয়াশীল সেনা-নায়ককে পুনরায় বন্দী করা হইল।

কিন্তু প্রজাতন্ত্রের সম্মুখে আর একটি সমস্যা রহিয়াছে। সোসিয়ালিষ্টগণ চার্চ্চ-বিরোধী। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই তারা চার্চ্চ আক্রমণ করিল। কিন্তু জামোরা মন্ত্রি-মণ্ডলের চেষ্টায় এই গৃহ-বিবাদ হইতে পুনরায় স্পেন অব্যাহতি পাইয়াছে। রাষ্ট্রকে চার্চ্চের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার যে গুরু দায়িত্ব তাহা নির্ভর করিতেছে Cortes Constituyentesএর উপর। আর একটি সমস্যাকে অতিরঞ্জিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। স্পেনে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন আছে, এবং কম্যুনিষ্টগণ দেশের স্থানে স্থানে সভা সমিতিতে বক্তৃতাও করে। কিন্তু তারা প্রজাতন্ত্র-বিরোধী নয়। বিগত মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে বার্সিলোনার কম্যুনিষ্টদের ভোটেই কর্ণেল মেকিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রিদের এক

শোভাযাত্রায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এক কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার বিতরণ করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের নিন্দাবাদ করে। কিন্তু এই বিরোধীদল এতই শক্তিহীন যে জামোরা-মন্ত্রিমণ্ডল তাকে উপেক্ষা করিয়াই বিনা বাধায় নানা রকম সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতেছে, "অলস" অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যায় অসঙ্গত বংশানুক্রমিক অধিকারের বিলোপ করিয়া স্পেনে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে!

প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ইটালীর সহিত সন্ধিচুক্তি "নাকোচ" করিয়া দিল, কিন্তু অন্যান্য বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আশ্বাস দিয়া জানাইল, তাদের সহিত স্পেনের পূর্ব্ব সন্ধিসকল বলবৎ রাহবে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, এ্যামেরিকা, পর্টুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি অবিলম্বে এই নবতন প্রজাতন্ত্রটিকে স্বীকার করিয়া লইল।

স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, বিদেশী শক্তিগুলি তাকে স্বীকার করিয়া লইল, অন্তরে বাহিরে প্রতিরোধ করিবার আর তার কোন শক্তিই রহিল না। কিন্তু এখনও বহু অন্তরায় তার সত্যকার মুক্তির পথ রোধ করিয়া আছে। ধর্ম্মের ব্যভিচার সমাজের দুর্নীতি,

রাষ্ট্রের কলঙ্ক দূর করিয়া কবে সে মুক্তির পূর্ণ আদর্শ জগতের সামনে তুলিয়া ধরিবে, দূর হইতে তাহাই দেখিবার—দেখিয়া অভিবাদন করিবার প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম।

সমাপ্ত